রাগাত্মিকা পদ

(বিস্তৃত টীকা ও সমালোচনা)

শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু, এম. এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট জারনেলের দ্বাবিংশ
সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।
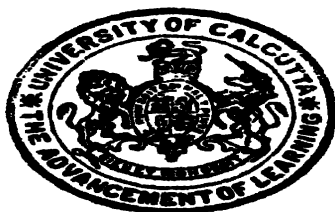
কলিকাতা ইউনিভার্সিটী প্রেস
কলিকাতা
১৯৩২

রাগাত্মিকা পদের ব্যাখ্যা

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে [১]
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু [২] কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু [৩] নয়॥
ছাড়ি জপ তপ সাধহ [৪] আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ সচেষ্ট মনে [৫]॥
বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া [৬] একত্রে [৬]
ভজহ তাহাই [৭] নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যজিবে [৮]
সহজের এই রীতি [৯]॥
দক্ষিণ দিগেতে [১০] কদাচ না যাবে [১০]
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে ভাব রাত্রি দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে॥

[১] ...রগ্রাতে বিপু ২৮৮; নান্দগ্রামেতে, বিবর্ত্তবিলাস। [২] কহি, বিপু ২৮৮। [৩] ...আন, বি... ৮। [৪] করহ, পসং। [৫] চৌষট্টিসনে, পসং। [৬-৬] একতা করিয়া, বিপু ... [৭] তাহার, পসং। [৮] যুঝিতে, পসং। [৯] নিতি, বিপু ২৮৮। [১০-১০] দেশে... না যাবে কদাচিতে, পসং।

পরকীয়া রতি যাহারে কহয়ে [১]
সেই সে আরোপ সার।
তোমার আরোপ [২] রজক-ঝিয়ারি
রামিনী নাম [৩] যাহার [৩] ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহে দ্বিজের সুত।
একথা লহরি [৪] না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥

ব্যাখ্যা

১। নিত্য। যাহা অনাদি অনন্ত ও অক্ষয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-বিকারাদি-রহিত এবং চিরস্থায়ী তাহাই নিত্য-সংজ্ঞক। "সর্ব্বকাল-বর্ত্তমানত্বং হি নিত্যত্বম্" ইহা শ্রীভাষ্যের উদ্ধৃত বচন। শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মকেই নিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। গীতায় আছে—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ২।১৭

অন্যত্র, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" (ঐ, ৮।৩); "তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম", "তদমৃতং" (মুণ্ডক উঃ, ২।২।২) ইত্যাদি। আবার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া জীবাত্মারও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"
—(কঠ উঃ, ২।১৮),

অর্থাৎ শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার বিনাশ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রাদিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধেই নিত্য-সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

[১] কহিয়া, পসং। [২] ভজন তোমারি, পসং। [৩]-[৩] বলিয়ে জারে, বিপু ২৮৮।
[৪] লবেনা, পসং।

আলোচ্য পদটীতে যে নিত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে এই জাতীয় অন্যান্য পদে ব্যবহৃত নিত্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা উচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৬৫ সংখ্যক পদে আছে—"সেই তিন জন নিত্যের কে?" আবার আলোচ্য পদটীতেও আছে—"নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল" ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এখানে নিত্য শব্দ দ্বারা নিত্যত্ব-সমন্বিত কাহাকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাঁহার আদেশে বাশুলী চলেন, এবং যাঁহার সহিত সম্পর্কিত "তিন জনের" কথাও আলোচ্য পদটীতে জানা যায়। আবার উক্ত পদাবলীর ৭৭৩ নম্বরের পদে আছে—"এক দেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে", এবং "বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা"। এখানে নিত্য শব্দ স্থানবাচক। অতএব প্রথমতঃ নিত্য-সংজ্ঞক এক কর্ত্তা, এবং দ্বিতীয়তঃ নিত্য-সংজ্ঞক একটী স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এখন সহজিয়া মতে ইহাদের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা নিত্যস্থানের সম্বন্ধেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাঁহার একটী নিত্যস্থান আছে—

> অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
> যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১

সেই ধামটী কিরূপ?

> ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
> যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫।৬

আবার উপনিষদে ব্রহ্মলোক-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ২।২।১০

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১২।৬, ৩।১৩।৭, ৩।১৩।৮, ৮।৫।৩ প্রভৃতি মন্ত্রেও বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ, এবং অনন্তাসন নামক স্বর্গরাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু গীতা-উপনিষদ্ নহে প্রত্যেক শাস্ত্রেই এইরূপ এক একটী নিত্যস্থানের পরিকল্পনা আছে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে কেহ তাহাকে ব্রহ্মলোক, কেহ শ্বেতদ্বীপ, অনন্তাসন প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। সহজিয়ারাও এইরূপ একটী নিত্যস্থানের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সেখানে "নিত্যের মানুষ" বা "স্বতঃসিদ্ধ

মানুষ" বাস করেন। অমৃতরত্নাবলীতে আছে—

স্বতসিদ্ধ মানুষ আছে সদানন্দ দেশ।
* * * *
সেই মানুষের হয় সদানন্দ গ্রাম।
নিত্যের মানুষ সেই নিত্যবস্তু ধাম॥

এবং সেখানে

চন্দ্র সূর্য্যোদয় নাই, না চলে পবন।
নীলকান্তি চন্দ্রকান্তি সূর্য্যকান্তি হয়।
এ তিনের কান্তি-ছটায় হয় সূর্য্যোদয়॥ ঐ

অতএব দেখা যাইতেছে যে সহজিয়াদের নিত্যস্থান গীতা-উপনিষদের নিত্যস্থানেরই অনুরূপ স্থানবিশেষ। এই স্থানটাকে সহজিয়ারা গুপ্তচন্দ্রপুর, সহজপুর, সদানন্দগ্রাম, নিত্যবৃন্দাবন প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেন। অমৃতরসাবলীতে আছে—

গুপ্তচন্দ্রপুর সেহ অনেক দূর
চৌদ্দ ভুবনের কাছে।
নাহিক জরা কেহো নহে মরা
কি জাতি মানুষ আছে॥
কি জাতি মন্দির নহে সে গোচর
রস কোন্ হয় তার?
তাহার ভিতর কিশোরী-কিশোর
না হয় গোচর কার॥
* * * *
সেই স্থান অক্ষয় যুগে যুগে রয়
প্রলয়ে নাহিক যান॥
সূর্য্য নাহি চলে বেদ নাহি বলে
পবনের নাহি গতি।
না চলে চন্দ্র নাশয়ে ধন্দ
কিবা সে স্থানের জ্যোতি॥ ইত্যাদি

আত্মতত্ত্ব-গ্রন্থে আছে—

সর্ব্বোপরি নিত্যবৃন্দাবন অবস্থিত। সেখানে রত্নসিংহাসনে কিশোর-কিশোরী বিরাজমান।

এই নিত্যস্থানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে অমৃতরত্নাবলীতে আছে—

বিরজা নদীর পার সেই দেশখান।
সহজপুর, সদানন্দ নামে সেই গ্রাম ॥

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এইরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত নিত্যস্থানটী বিরজা নদীর তীরে অবস্থিত, এবং সেই বিরজার তীরে মায়াও থাকেন—

বিরজা নদীর পার মায়ার বসতি। —নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও এই বিরজার নাম উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (৪৯ অধ্যায়) পাওয়া যায় যে বিরজা একজন গোপী ছিলেন। রাধার ভয়ে তিনি গলিয়া গোকুলে নদী রূপে প্রবাহিতা হন। এই জন্যই বোধ হয় সহজিয়াদের আগম-গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

সূর্য্যের মানসকন্যা বিরজা আপুনি।
তেঁঞি সে জমুনা বলি সূর্য্যের নন্দিনী ॥
বিরজা দ্রবিত যেই জমুনা আখ্যান। ইত্যাদি

অর্থাৎ বিরজা সূর্য্যের মানসী কন্যা, তিনি "দ্রবিত" হইয়া যমুনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কেও বিরজাকে সূর্য্যের কন্যা বলা হইয়াছে, যথা—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কে বিরজা ও তত্তীরবর্ত্তী বৃন্দাবনের এই বিবরণ আছে—

যৎপারে বিরজং বিরাজি পরমব্যোমেতি যদ্গীয়তে
নিত্যং চিন্ময়ভূমি-চিন্ময়লতাকুঞ্জাদিভির্মঞ্জুলম্।
সান্দ্রানন্দমহোময়ৈঃ খগমৃগব্রাতৈর্বৃতং সর্ব্বত-
স্তদ্‌বৃন্দাবনমীক্ষাতে কিমপরং সম্ভাব্যমক্ষ্ণোঃ ফলম্॥

ভগবৎসন্দর্ভের ৩০শ অঙ্কেও নিম্নলিখিত প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্
অনেক-কোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্। ইত্যাদি

অতএব দেখা যাইতেছে যে এই যে সদানন্দ চিন্ময় অনন্ত শাশ্বত বিরজা নদীতীরবর্ত্তী ভূমি, তাহাই নিত্যলোক। এইরূপ নদীতীরবর্ত্তী নিত্যলোকের কল্পনা উপনিষদেও পাওয়া যায়। কৌষিতকী-ব্রাহ্মণ-উপনিষদে (১।৩) ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ঐ স্থানে ঐর নামে হ্রদ, বিজরা (জরা-রহিত, অর্থাৎ নিত্যত্বজ্ঞাপক) নামে নদী, ইল্য নামে কল্পবৃক্ষ, সালজ্য নামে পুরী ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। উপনিষদ্ ব্রহ্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কাজেই ঐ নিত্যস্থানের নাম করিয়াছেন ব্রহ্মলোক, আর বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণলীলাপ্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের কৈশোর-লীলাস্থান বৃন্দাবনের নামে তাহারই নামকরণ করিয়াছেন নিত্য-বৃন্দাবন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে, এবং মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদেও বিরজার তীরবর্ত্তী নিত্যস্থানের উল্লেখ আছে, যথা—

সেই পুরুষ বিরজাতে করিল শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ॥
কারণাব্ধির পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ মধ্য, ২০শ পরি।

এখানে বলা হইয়াছে যে কারণাব্ধির পার পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার, কিন্তু বিরজার তীরবর্ত্তী পরব্যোমে তাহার গতি নাই। যাহারা রজঃশূন্য তাহারা যে

মায়ামুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব পরব্যোম নামক নিত্যস্থানের অধিবাসীরা মায়ারহিত অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ। আর যাহারা জরা-রহিত তাহাদিগকেও মুক্ত বলা যায়, কারণ তাহারাও নিত্যত্বের গুণবিশিষ্ট। অতএব এখানে বিরজা ও বিজরা শব্দদ্বয় একই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। এই নদীদ্বয়ের উক্ত প্রকার নামকরণেরও একটা সার্থকতা আছে।

চৈতন্যচরিতামৃতকার এই নিত্যস্থানের স্বরূপ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> চিন্তামণিভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
> চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
> প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। আদির পঞ্চমে।

আর ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রসকদম্ব-কলিকা গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

> সেই ব্রজ অনিমিত্ত চিদানন্দময়।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সহজিয়া মতে নিত্যস্থানটী বিরজার তীরবর্ত্তী। ইহা সহজপুর, সদানন্দগ্রাম, গুপ্তচন্দ্রপুর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়। ইহা জরামৃত্যু-রহিত অক্ষয় স্থানবিশেষ, প্রলয়েও যাহার ধ্বংস হয় না। সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য বা পবনের গতি নাই, অথচ নিজ জ্যোতিতে সেই স্থান আলোকিত হইয়া থাকে। ইহা অনিমিত্ত চিদানন্দময় স্থান, যেখানে রত্নসিংহাসনে কিশোর-কিশোরী বিরাজ করেন। এইরূপ একটী নিত্যস্থানের পরিকল্পনা যখন সহজিয়া গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তখন এই স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই যে সহজিয়া পদাবলীতে নিত্যস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে এই নিত্যস্থানের দেবতা কে? এখানে কিশোর-কিশোরী রত্ন-সিংহাসনে বিরাজ করেন, আর এই কিশোর-সম্বন্ধে চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

> বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
> কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥ মধ্যের অষ্টমে।

এই অপ্রাকৃত নবীন মদন যিনি, তিনিই—

> রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। চরিতামৃত, মধ্যের নবমে।

অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার রসের প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদে জ্ঞানমার্গের উপাসনার কথা প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ভগবানকে সচ্চিদানন্দ

বলা হইয়াছে আর বৈষ্ণবদের প্রেমের উপাসনায় তিনিই রস-প্রেমময় কৃষ্ণমূর্ত্তিতে ভক্তের নিকট প্রতিভাত হইয়াছেন। সচ্চিদানন্দ ভগবানের ধারণা বৈষ্ণবদেরও আছে। চরিতামৃতের আদির চতুর্থে লিখিত হইয়াছে—

সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

আর এই—

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। ঐ

জ্ঞানমার্গের উপাসনায় ভগবানের সৎ ও চিৎ শক্তির প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে, আর বৈষ্ণবগণ প্রেমমার্গের উপাসনায় হ্লাদিনী শক্তিকে প্রাধান্য দিয়া রাধাকে মহাভাবের স্বরূপা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইহা কেবল উপাসনার প্রকার-ভেদ মাত্র, বস্তুতঃ একই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় দ্বারা এই জগৎ-মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে।

এই যে প্রেমময় কৃষ্ণ, তাঁহার সম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা একটু বিভিন্ন রকমের। রতিবিলাস-পদ্ধতি গ্রন্থে পাওয়া যায়—

গোপেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ এক হয় অন্য।
যদুবংশে উদ্ভব সেই কৃষ্ণ ভিন্ন॥
বৃন্দাবনে সদাস্থিতি গোপবংশ সেই।
গমনাগমন করে যদুবংশ সেই॥

অর্থাৎ যদুবংশে উদ্ভব কৃষ্ণ ও গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এই উভয়ে এক নহেন। এখানে আর একটী নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও যদুবংশে উদ্ভব কৃষ্ণ এক নহেন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সহজিয়ারা কি বুঝাইতে চাহেন, প্রথমতঃ তাহারই সন্ধান করা যাউক।

যদুবংশে যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ভগবানের অবতার মাত্র; এইরূপ অবতার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ বহুবার পৃথিবীতে গমনাগমন

করিয়াছেন। কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন যে কৃষ্ণ, তাঁহার গমনাগমন নাই, তিনি নিত্য-বৃন্দাবনে সর্ব্বদাই বাস করেন। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, তিনি শাশ্বত ও নিত্য। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে তিনি—

মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম॥ পদ নং ৬৪৮।

ক্ষীরোদসাগরে নারায়ণ যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন, তিনিই নানা অবতারের মূল কারণ, এবং প্রচলিত বিশ্বাস মতে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ঐশ্বর্য্য-ভাবাত্মক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য-ভাবের উপাসনা গ্রহণ করিয়াছেন। চরিতামৃতে আছে—

ঐশ্বর্য্য-ভাবেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ইত্যাদি। আদির চতুর্থে।

কাজেই মাধুর্য্য-ভাবের উপাসনায় ঐশ্বর্য্যের স্থান নাই। কৃষ্ণ যে ভগবান্ একথা স্বীকার করিতেও যেন বৈষ্ণবগণ দ্বিধা বোধ করেন, কারণ চরিতামৃতে আছে—

ব্রজ লোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥ মধ্যের নবমে।

ইহারই প্রতিধ্বনি একখানা সহজিয়া গ্রন্থে এই ভাবে মিলিতেছে—

যদি কহ কৃষ্ণ হয় পরম ঈশ্বর।
ইহা যদি মনে কর যাবে ধামান্তর॥
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি নং ৫৬২।

এই যে ঐশ্বরিক ভাব-বিবর্জ্জিত কৃষ্ণের ধারণা ইহা মাধুর্য্য-উপাসনার ভিত্তি-স্বরূপ। পঞ্চরাত্র, গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রধানতঃ কৃষ্ণের ঐশ্বরিক লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই ছিল চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশেষত্ব। উক্ত কোন কোন গ্রন্থে ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত মাধুর্য্য-লীলারও বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পূর্ণ মাধুর্য্যময় উপাসনার পক্ষপাতী। কাজেই তাঁহাদের মতের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব মতের একটা বিশেষ পার্থক্য

পরিলক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের শিক্ষার প্রভাবে মানবীয় মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। চরিতামৃতে আছে—

> মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
> এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
> আপনাকে বড় মানে—আমাকে সম হীন।
> সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব লইয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই মাধুর্য্য-ভাবের উপাসনার গূঢ়তত্ত্ব। ইহার মধ্যে আবার মধুর ভাবের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। ইহা স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পরকীয়াই শ্রেষ্ঠতর। চরিতামৃতে আছে—

> পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
> ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥ আদির চতুর্থে।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

> পরকীয়া ধন সকল প্রধান
> যতন করিয়া লই।
> এবং পরকীয়া রতি করহ আরতি
> সেই সে ভজন সার॥ পদ নং ৭৯৫, ৭৭১।

বৈষ্ণবগণ প্রেমের সাধনায় এই পরকীয়া রসকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। ইহাই মাধুর্য্য-উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্তর বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কোন প্রকার খেয়ালের বশে তাঁহারা ইহা করেন নাই। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানবীয় মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গীতা জ্ঞানমার্গীয় নিষ্কাম ভক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাগবতেও ভক্তির উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবদর্শনে এই ভক্তি ও পূর্ণ মাধুর্য্যময় প্রেমের পার্থক্য প্রচারিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের কল্পনায় যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহা ভয়মিশ্রিত; ইহাই ভক্তিরূপে কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ অসীম শক্তিশালী দেবতা, আর আমি ক্ষুদ্র জীব, এইরূপ ধারণার উপর

ভক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রেমপন্থী বলিয়া এইরূপ বড় ছোট ভাব লইয়া যে প্রীতি তাহা পছন্দ করেন না। চরিতামৃতে আছে—

আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ আদির চতুর্থে।

ইহার দার্শনিক কারণ এই যে, বড় ছোট ভাব লইয়া প্রকৃত প্রেম হয় না, কারণ প্রেমের রাজ্যে উভয় পক্ষই সমভাবাপন্ন হইবে। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

পিরীতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়। পদাবলী, পদ নং ৭৮৩।

অতএব বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে দেবতা ও মানুষের মধ্যে প্রকৃত প্রেম হয় না। রতিবিলাস-পদ্ধতিতে আছে—

জীবে ঈশ্বরে ইহার নাহি উপাদান।
এবং ঈশ্বর স্বভাব যদি মাধুর্য্য আস্বাদয়।
ভাবসিদ্ধ প্রেম তার কভু নাহি হয়॥ রত্নসার।

অতএব দেবতার ধারণা বিসর্জ্জন করিয়া মানবীয় ভাব অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা মাধুর্য্য রসের উপাসনা হইবে না। এই জন্যই বৈষ্ণবগণ যদুবংশোদ্ভব (অর্থাৎ ঐশ্বরিক লীলার) কৃষ্ণকে গোপেন্দ্রনন্দন (ব্রজলীলার) কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণের নরলীলাকে (অর্থাৎ ব্রজলীলাকে) তাঁহার অন্যান্য লীলা হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। চরিতামৃতে আছে-

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
মধ্যের একবিংশে।

কারণ—

প্রাকৃত নরলীলাতে মাধুর্য্যের সার।
বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং ৫৭২।

অতএব মাধুর্য্য রসাত্মক ব্রজলীলার সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের ভগবৎ-প্রীতিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে দেবতাকে মানুষ করিয়া লওয়া হইয়াছে, কারণ মানুষের পক্ষে মানুষকে ভালবাসাই

স্বাভাবিক। ভগবান্‌কে নিতান্ত আপনার করিয়া লইতে হইলে ইহা ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব "মা" "মা" বলিয়া পাগল হইতেন, আর যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন তাঁহারাও আবেগবশে বাপ, মা, সখা প্রভৃতি সংজ্ঞাতেই ভগবান্‌কে আহ্বান করেন। অতএব বৈষ্ণবগণের মাধুর্য্য-রসের উপাসনা মানবীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহার সবটাই ভাবরাজ্যের কথা; ভগবানের প্রতি প্রীতির স্বরূপ কি, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলার ক্ষেত্র বৃন্দাবনকে "অনিমিত্ত", "চিদানন্দময়" বলা হইয়াছে, এবং চরিতামৃতে তাহাই "চিন্তামণি-ভূমি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার স্বরূপ প্রেমনেত্রে দেখিতে হয়। ইহার নিত্য সংজ্ঞাও স্বাভাবিক, কারণ যতদিন মানব থাকিবে, ততদিন তাহাদের মনোবৃত্তির স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা লোপ পাইবে না, অতএব এই মাধুর্য্যভাবের উপাসনা সকল সময়েই তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে। বিশেষতঃ যখন ইহা সম্পূর্ণ ই অপ্রাকৃত স্তরের, তখন ইহার নিত্যত্বই স্বাভাবিক, কারণ ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণামাত্র, একটা অটল সত্যের ভাবময়ী অভিব্যক্তি।

আর এই বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণ বাস করেন তিনি চরিতামৃত-কারের মতে "অপ্রাকৃত নবীন মদন"। কৃষ্ণ যখন অপ্রাকৃত, তখন বুঝিতে হইবে যে যদুবংশোদ্ভব প্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত এই অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নাই। এখানে কৃষ্ণ শব্দ একটী সংজ্ঞা মাত্র, যাহার সাহায্যে একটী নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি "নবীন মদন", অর্থাৎ "সৃষ্টিরূপা, কামরূপা" লীলাকারী—

অপ্রাকৃত নবীন মদন বলি যারে।
সৃষ্টিরূপা কামরূপা লীলা কহি তারে॥

রসতত্ত্বসার গ্রন্থ।

এই কৃষ্ণই কাম ও মদন এই দুই নামে পরিচিত, তন্মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প, আর রাধাতত্ত্ব মদন।

এক বস্তু দুই কাম মদন যার নাম।
এবং কৃষ্ণতত্ত্ব কন্দর্প রাধাতত্ত্ব মদন।

লোচনদাসের রসকল্পলতিকা।

ইহাদের একটী পুরুষ, অপরটী প্রকৃতি, যথা—

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৭৭৫ নং পদ।

এই প্রকৃতি ও পুরুষরূপী রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ –

এমতি জানিহ ভাই প্রকৃতি পুরুষ।
পিরীতি প্রেমের লাগি দোহে দোহার বশ॥
দোহার বিচ্ছেদ দোহে সহিতে না পারে।
তিলেক বিচ্ছেদ হইলে পরাণে সে মরে॥

বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং ২৫৩৩।

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা ব্যাখ্যা করিতে সাধারণতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়া থাকে, সেই জীবাত্মাও পরমাত্মা-সান্নিধ্যে প্রকৃতিরূপা, কারণ একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি। উল্লিখিত নূতন ব্যাখ্যাতেও আমরা সেই কথাই পাইতেছি। এই কৃষ্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, আর রাধা তাঁহার ক্রীড়ার সাহায্যকারিণী শক্তিরূপা—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সভার আধার।
এবং কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়। চরিতামৃত।

ইহা স্থূলভাবে বুঝিতে হইলে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানমতে আমরা যাহাকে Matter এবং Energy বলি, ইহা তাহারই নামান্তর মাত্র। Matter এবং Energy এই উভয়ের মিলনেই সৃষ্টিকার্য্য চলিয়া থাকে, ইহাই বিজ্ঞানের সারতত্ত্ব। এইজন্যই কৃষ্ণকে "সৃষ্টিরূপা কামরূপা" বলা হইয়াছে। রত্নসারে আছে—

যেই হেতু সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্ব চিত্ত হরে॥
সকলের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয়॥

চরিতামৃতেও কৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ মধ্যের অষ্টমে।

বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

কাম যার মহাকাম জগতে বিহরে॥
মহাকাম পরমারাধ্য নন্দের নন্দন।
প্রাকৃত সে কামরূপে ব্যাপে জগজ্জন॥

এই কৃষ্ণ কামরূপে সমস্ত জগতে বিরাজ করিয়া সকলের মন আকর্ষণ করিতেছেন। রামানন্দ বলিয়াছেন—

রায় কহে, কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥ মধ্যের অষ্টমে।

এইরূপে পৃথিবীর মধ্যে নিজ শক্তির সঙ্গে নিরন্তর লীলা করিয়া কৃষ্ণ বিরাজমান আছেন। ইহা একটী অটল সত্য, যাহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। তাই বিবর্ত্তবিলাসে লিখিত হইয়াছে—

সত্যরূপে জগৎমধ্যে করয়ে বিহার।
এবং অদ্যাবধি সেই লীলা এইরূপে হয়॥

অতএব মন্মথমদনরূপে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইল। এই লীলাতে কৃষ্ণই নিত্যবস্তু, যাঁহা হইতে উৎপন্ন, এবং ওতপ্রোতভাবে মিলিত আছেন নিত্যারাধা। তাঁহারাই মূল পুরুষ এবং প্রকৃতি, যাঁহাদের প্রেমলীলা জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছে। এই লীলা অনিমিত্ত চিদানন্দময়, নিত্য-বৃন্দাবনের অধিবাসী হইয়া প্রেমনেত্রে দেখিতে হয়। ইহা কেবল অনুভব করিবার জিনিষ, ইহার প্রমাণ নাই।

প্রমাণ নাহিক মাত্র কেবল অনুভব।

সহজতত্ত্ব গ্রন্থ।

অতএব নিত্য শব্দ দ্বারা এখানে কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। দীপকোজ্জ্বল গ্রন্থে আছে—

নিত্য প্রকট কৃষ্ণ আছে সর্ব্বকাল।
মাধুর্য্য-নগরে রহে অতি সে রসাল॥

এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬নং পুথিতে আছে—

নিত্যের স্বরূপ কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়।

অনেকে এই নিত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নিত্যাদেবী প্রভৃতির কল্পনা করিয়াছেন; বৌদ্ধ প্রভাবের আভাসও কেহ কেহ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্মে বৈষ্ণব-মতের প্রাধান্য হেতু এখানে নিত্য শব্দে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করাই স্বাভাবিক। যে সহজিয়ারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা যে কৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সহজিয়ারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্বে দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়াই এখানে কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে নিত্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন অসীম, অনন্ত প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এখানে নিত্যাদেবীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ই অপ্রাসঙ্গিক।

২। বাশুলী:--বিশালাক্ষী নাম হইতে বাশুলী শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, এই বিশ্বাস পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু আজকাল অনেকেই বলিতেছেন যে বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর মাত্র। বাগীশ্বরী—বাইসরী—বাসরী--বাসলী। প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীন মালিনীবিজয়-তন্ত্রে মহাবিদ্যার এক নাম বাসলী বলিয়া উল্লিখিত আছে। গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে "বাসিরী" নামে পরিচিতা চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্ত্তি আছে। নান্নুরের বাসলীও চতুর্ভুজা সরস্বতী মূর্ত্তি। এজন্য বাসলী সরস্বতীর নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়। (ইহার বিস্তৃত আলোচনার জন্য অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সরস্বতী' নামক পুস্তকের ৯৮—১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু যে পদটী লইয়া আমরা এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সহজিয়া পদ। অতএব সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে, কোন সহজিয়া পদে বাশুলী শব্দের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা। বাশুলী বিশালাক্ষী কি বাগীশ্বরী তাহা প্রধানতঃ ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়, ধর্ম্মব্যাখ্যায় আমাদের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় কি ভাবে সহজিয়ারা এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৬৫ ও ৭৬৬ নম্বরের পদদ্বয়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। চণ্ডীদাসের প্রশ্নের উত্তরে বাশুলী বলিতেছেন—"মদরূপ ধরি আমি সে হই", অর্থাৎ মদ বা আনন্দের

প্রতিমূর্ত্তি বাশুলী দেবী। এখানে বাশুলী একটী দেবী-জ্ঞাপক সংজ্ঞা মাত্র, যাহা সহজিয়ারা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। উক্ত ৭৬৫ ও ৭৬৬ নম্বরের পদ দুইটীর ব্যাখ্যা ইহার পরেই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে, তখন ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু এখানে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে সহজিয়ারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইয়া তাহাদের ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করাই বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের প্রথা।

৩। সহজ—অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে স্ত্রীলোক লইয়া গুপ্ত সাধনা করাই সহজিয়া ধর্ম্মের এক মাত্র অঙ্গ। যাঁহারা এইরূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে এইরূপ স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার প্রথা অন্যান্য ধর্ম্মেও বর্ত্তমান আছে, অথচ ঐ সাধনাই সেই সকল ধর্ম্মের একমাত্র অঙ্গ নহে। তান্ত্রিক মতই যেমন শৈব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নহে, এবং মূর্ত্তিপূজা যেমন হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র বিশেষত্ব নহে, রমণী লইয়া সাধনাও সেইরূপ সহজধর্ম্মের সর্ব্বস্ব নহে। ইহা সাধনার এক অঙ্গ মাত্র, এবং তাহাও প্রাথমিক স্তরের। পরকীয়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা পরমাত্মার সাধনা, নিষ্কাম কর্ম্ম-প্রেরণা, পরধর্ম্ম-চর্চ্চা। আর সহজ-ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ মানবের স্বভাবজাত ধর্ম্ম, কারণ যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সহজ। প্রেম আত্মার সহজ-ধর্ম্ম অতএব প্রেমের প্রসারতা বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র জগৎকে আত্মবৎ মনে করাই সহজ ধর্ম্মের সারমর্ম্ম। এই প্রেমের সাধনাই বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের অনেক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্মের বেশ মিল আছে, এই জন্য একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া ও বৈষ্ণব সহজিয়ায় বিভিন্নতা নাই। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ বৌদ্ধ সহজিয়া জ্ঞানমূলক, আর বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্ম প্রেমমূলক। বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের প্রাণ দুইটী দুই রকমের। একজন মানুষ জ্ঞানবৈরাগ্য লাভ করিয়া শুষ্ক দার্শনিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে পরমার্থতত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছেন, আর অন্য একজন সরস হৃদয়ের আবেগ লইয়া প্রেমামৃত আস্বাদন করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়ার পার্থক্য ঠিক এই ধরণের।

৪। নান্নুর=বীরভূম জেলাস্থ একটী গ্রাম, চণ্ডীদাসের সাধনার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেক রাগাত্মিকা পদে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসকে

সহজিয়ারা সহজ সাধনার গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং প্রকৃতি লইয়া সাধনায় যে তিনি দক্ষ ছিলেন তাহাও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির নাম নাকি রামী। নান্নুরে তাঁহার ভিটাও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সকল কথার মূল্য কত তাহা পরবর্ত্তী আলোচনায় বিবেচিত হইবে।

৫। সহজ ভজন ইত্যাদি। বাশুলী আসিয়া চণ্ডীদাসকে সহজ ভজন যাজন করিতে বলিতেছেন। এ কোন্ চণ্ডীদাস, এবং এই পদটী কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল? সহজিয়ারা একটী নব রসিকের দল গঠন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাস এই তিনজন কবিকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। জয়দেব গীতগোবিন্দের কবি, কিন্তু তাঁহার রচনায় সহজিয়া ধর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। বিদ্যাপতিও অনেক বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত গ্রন্থও লিখিয়াছেন, অথচ কোথাও তিনি নিজেকে সহজিয়া বলিয়া প্রচার করেন নাই। এই অবস্থায় সহজিয়াদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইঁহাদিগকে সহজ সাধনার গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায় কি? চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া গোস্বামীদের প্রত্যেকের এক একটী প্রকৃতির সন্ধান সহজিয়ারা দিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। অথচ বিদ্যাপতি ও জয়দেবের সম্বন্ধে বিবিধ রসাল উপাখ্যান এই দেশে অবাধে চলিয়া যাইতেছে! রাগাত্মিকা পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের এমন কোন রচনা নাই—যাহাতে তাঁহার সহজিয়া সম্পর্ক ধরা যাইতে পারে, তথাপি তিনি যে সহজ সাধনা করিতেন, এই বিশ্বাস অনেকের হৃদয়েই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসার জন্য প্রথমেই দেখা উচিত যে এই তিনজন কবি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন সেই সময়ে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল।

সহজিয়ারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত, এবং তাঁহারাও বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান্। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা মূলতঃ অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে এই ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক যে চৈতন্যদেব ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ধর্ম্মার্থে ভক্তির স্থানে প্রেমের প্রতিষ্ঠা তিনিই করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে জয়দেব ও চণ্ডীদাস কাব্য লিখিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের প্রচার চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এ দেশে কেহ করেন নাই। তাঁহার মতবাদ বৃন্দাবনে বসিয়া গোস্বামিগণ নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, আর ঐ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিল শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম

হইতে যাহার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা এই দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইতে পারে নাই। ইহার সমর্থন-যোগ্য কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সহজিয়া সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সকল সহজিয়া গ্রন্থকারই চৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোক তুলিয়া তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ উক্ত গ্রন্থ সহজিয়াদের ব্রহ্মসূত্র স্বরূপ, এমন সহজিয়া গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যায়, যাহাতে চরিতামৃতের শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সহজিয়া গ্রন্থগুলি চরিতামৃতের পরে রচিত হইয়াছিল। আর সহজধর্ম্ম যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই চৈতন্য-পরবর্ত্তী কোন না কোন গোস্বামীর শিষ্য-স্থানীয়। রূপ সনাতন প্রভৃতির নামে কতকগুলি সহজিয়া গ্রন্থ চলিয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে চরিতামৃতের কথা আছে, অথবা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের নাম উল্লিখিত আছে। এই সকল কারণে ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তারা যে পরবর্ত্তী যুগের লোক তাহা বেশ বুঝা যায়। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছে এমন কোন বাঙ্গলা বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের সারতত্ত্ব এই যে প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইবে। অতএব প্রেম যে কি বস্তু তাহা না জানিলে ভগবানের প্রতি তাহা আরোপ করা যায় না, এজন্য সহজিয়ারা প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের ধর্ম্মের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে সহজিয়ার উদ্ভব, ইতিহাস নানাদিক্ দিয়া ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কাজেই চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহিত প্রেম সাধনা করিতেন তাহা অবিশ্বাস্য। স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার প্রথা পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তান্ত্রিকগণ করিতেন শক্তির উপাসনা, আর বৌদ্ধগণ করিতেন জ্ঞানের উপাসনা। প্রেমের উপাসনা বৈষ্ণব সহজিয়ারাই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। অতএব বাশুলী আসিয়া চণ্ডীদাসকে রামীর সহিত প্রেম সাধনা করিতে বলিলেন, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। হয় এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের, নতুবা সহজিয়ারা ইহা রচনা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামীর ভিটা, রামীর গান, এবং রামীর নাম হইতে উল্লিখিত পদগুলি প্রেমের সাধনা প্রচলিত হইবার পরে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ধারণা করাই স্বাভাবিক। আর এইজাতীয় পদের সংখ্যাও এত কম যে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা চলে না।

প্রথম ৮ পংক্তির মর্ম্মার্থ ঃ—নিত্যদেবের আদেশে মদরূপিনী বাশুলী দেবী

সহজ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নান্নুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চণ্ডীদাসকে সহজ ভজন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন যে সহজ ভজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই। ইহাই হইল কথারম্ভ, তৎপরে এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

৬। ছাড়ি জপতপ ইত্যাদি। জপতপ ইত্যাদি সাধনার বৈধী অঙ্গ, সহজিয়ারা রাগানুগ মতাবলম্বী বলিয়া বৈধী সাধনা সমর্থন করেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সাধনার দুইটী অঙ্গ, একটী বৈধী, অপরটী রাগানুগা—বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা (ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু ১।২।৪)। চরিতামৃতে আছে—

এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর॥ মধ্যের দ্বাবিংশে।

রাগ থাকুক বা না থাকুক, শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড-সমন্বিত যে ভজন তাহাই বৈধী বলিয়া কথিত হয়—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

চরিতামৃত, মধ্যের দ্বাবিংশে।

আর— শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।

ঐ কারণ ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা এবং আবিষ্টতা সমন্বিতা রাগময়ী যে ভক্তি তাহারই নাম রাগানুগা ভক্তি, ইহাতে শাস্ত্রযুক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই। প্রেমের রাজ্যে এই রাগাত্মিকা ভক্তির প্রাধান্য সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। চরিতামৃতে আছে—

সকল জগত মোরে করে বিধি ভক্তি।
বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ আদির তৃতীয়ে।

ব্রজভাবের ভজনায় বিধি-ভক্তির স্থান নাই, ইহাতে রাগাত্মিকাই মুখ্যা বলিয়া কথিত হয়—"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে"। এই মত অনুসরণ করিয়াই প্রেমানন্দ-লহরীতে লিখিত হইয়াছে—

বিধি পথ পরিত্যজ রাগানুগা হয়ে ভজ
রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

অতএব জপতপ পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের পথ অনুসরণ কর ইহাই বক্তব্য।

অনেক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও ক্রিয়াকাণ্ডের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করা হয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮।১।৬), কঠ উপনিষদ্ (২।১০), মুণ্ডকোপনিষদ্ (১।২।৭), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৩।৮।১০), এবং গীতা (২।৪২-৪৪, ৪।১২, ৭।২৩, ৮।১৬, ৯।২০-২২, ১১।৫৩) প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করা যায় না। কেবল মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় এবং মুক্তি লাভ হয়, ইহাও গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতির মত (বৃহদাঃ উঃ ৪।৪।৬-৭, ১৪, ১৭; কঠ উঃ ৪।১৫; মুণ্ডঃ উঃ ৩।১।৩, ৩।২।৫; ছান্দ্যঃ উঃ ২।২৩।১, ৭।২৬।২; শ্বেতাঃ উঃ ৩।৮; গীতা ৬।১৫, ২৮; ৭।২৩, ৮।১৫-১৬, ৯।২২ দ্রষ্টব্য)। এই সকল গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে জ্ঞান লাভের দ্বারা অমর হওয়া যায়; কিন্তু সহজিয়ারা জপতপ ছাড়িয়া প্রেমামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবার প্রয়াসী, ইহাই পার্থক্য।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে আছে—

জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

অন্যত্র—

কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তার অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের সেই মত তাহে হবে অনুরক্ত
সেই সে পরম তত্ত্ব ধন॥

৭। আরোপ।—এই শব্দটী বিশেষার্থে এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ মূর্ত্তিপূজা আরোপ সাধনার দৃষ্টান্ত-স্থানীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মানুষ মাটি দিয়া মূর্ত্তি গঠন করে, তৎপরে ঐ মূর্ত্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করে, আবার পূজাবসানে তাহাই বিসর্জ্জন দেয়। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্ম স্থাপন করার নাম আরোপ। সহজিয়া তন্ত্রের মতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার বিধি আছে; রূপ রস আস্বাদন করিয়া প্রেমের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রকৃতির এই সাহচর্য্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদেশীয় পণ্ডিত প্লেটো বেঙ্কোয়েট নামে একখানা পুস্তক

লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রেম, রূপ, ও আনন্দ উপভোগ করিবার দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আত্মতৃপ্তির জন্য এই উপভোগ নহে, আত্ম-প্রসারণেরদ্বারা শাশ্বত আনন্দ, অনন্ত রূপ, এবং সার্ব্বজনীন প্রেমের উপলব্ধি করাই ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য। সীমাবদ্ধ রূপের সাধনা দ্বারা কি প্রকারে প্রেমের প্রসারতা বৃদ্ধি পায় প্লেটো তাহা দেখাইয়াছেন। বাহ্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া যাহাকে ইচ্ছা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তারপর সাধক যদি অন্তর্দৃষ্টি-সমন্বিত হন, তবে তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, রূপ একটী বস্তু-বিশেষেই সীমাবদ্ধ নহে, অন্যান্য বস্তুতেও ইহা বিরাজিত আছে। কাজেই যাঁহার রূপতৃষ্ণা আছে, তিনি সমস্ত সুন্দর বস্তুতেই আকৃষ্ট হইবেন, এবং সেই সময় হইতে কোন বস্তু-বিশেযের প্রতি তিনি আকৃষ্ট থাকিবেন না, কারণ সমস্ত সুন্দর বস্তু তখন তাঁহার নিকট একই পর্য্যায়ের বলিয়া অনুভূত হইবে। অতএব সকলের প্রতিই তিনি সমভাবে আকৃষ্ট হইবেন। তারপর তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন যে বাহ্য রূপ ক্ষণস্থায়ী এবং আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আত্মার সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপে অতীন্দ্রিয় রূপের অনুভূতি তাঁহার হইবে, ইহার পূর্ণ বিকাশেই অনন্ত রূপের দ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইবে। এইভাবে সীমাবিশিষ্ট রূপের অনুভূতি হইতে বিশালরূপের অনুভূতি জাগরূক হয়। এই সাধনায় সীমাবদ্ধ রূপ নিমিত্ত মাত্র, তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়, ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন আবশ্যকতা নাই। আরোপ সাধনার ইহাই দার্শনিক তত্ত্ব।

আরোপ-সম্বন্ধে সহজিয়ারাও ঠিক এই কথাই বলিয়া থাকেন। সহজতত্ত্ব-গ্রন্থে আছে—

আরপ রূপ সাধন, আর রস আস্বাদন।
নিজকার্য্য প্রেম আস্বাদন, এই মনে।
সেই কার্য্য লাগি মানুষ আশ্রয় হৈল ভগবানে॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে রাধার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মানুষকে আশ্রয় না করিয়া প্রেম আস্বাদন করিতে পারেন নাই, এই ধারণা প্রেম-সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। এখন সহজিয়ারা রস আস্সাদন ও রূপ সাধন করিবার জন্য স্ত্রীলোক অবলম্বন করেন। ইহাই সহজিয়া তান্ত্রিক মতে আরোপ-সাধনা। একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

রাগ সাধনের এমনি রীত।
সে পথিজনার যেমন চিত॥

অর্থাৎ পথিকেরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য যেমন পথ বহিয়া চলে, সাধকেরাও তেমনি প্রেম সাধনার জন্য স্ত্রীলোক অবলম্বন করে। আর একটী পদে আছে—

দীপ হস্তে করি যদি প্রবেশয়ে ঘরে।
তিমির করিয়া ধ্বংস দীপ্তিমান করে॥
যেখানে যে দ্রব্য তাহা হয় বর্ত্তমান।
পশ্চাৎ প্রদীপে আছে কোন্ প্রয়োজন॥

পাছে সাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় এজন্য স্ত্রীলোকের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে—

যদি বাহ্য সুখে সদা মজ মোর মন।
তবে ত না পাবে ভাই সে আনন্দ ধন॥

অন্যত্র—

দেহরতি সম্বন্ধিয়ে পরশে প্রকৃতি।
কোন জন্মে জন্মে তার নিস্তার না হয়।
ভোগ ভুঞ্জায় তারে যম মহাশয়॥

ইহাই আরোপ সাধনার বিধি ব্যবস্থা। এই সাধনা আবার দুই প্রকারের— বাহ্য ও অন্তর—

বাহ্য ও অন্তর ইহার দুই মত জাজন। সহজতত্ত্ব।

"বাহ্য" যাজনে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করিতে হয়, আর "অন্তর" যাজনে "গোপনে সাধিবে সদা হৃদয়ের মাঝে" অর্থাৎ ভাবরাজ্যে রূপ, রস ও প্রেমের সাধনা করিয়া অটল রূপ ও শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করিতে হয়। ইহাতে স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার প্রয়োজন হয় না। বিবিধ পার্থিব রূপের অনুভূতি হইতে সর্ব্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় রূপের যে অনুভূতি তাহাই "অন্তর" সাধনার বিষয়। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

ব্রজপুর রূপ-নগরে
রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া
লাগিল গোরা-গায়॥

গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠে দিবারাতি।
জ্ঞান-কর্ম্ম যোগ-কর্ম্ম
তপ ছাড়িল যতি॥
মনে মনে কত জনে
দিচ্ছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধা-কূপ
ঠোর নাহিক পায়॥
রূপ-ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচলে মনের ধান্ধা।
রূপের ধারা বাউল-পারা
বহিছে জগত আন্ধা॥
রূপ রসে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
হইলে মজে দেখিলে গজে
কহিলে কেবা জানে।
ঠারে ঠোরে কহিনু ঘোরে
বুঝিতে পারে যেবা।
পরম দুঃখী হইবে সুখী
প্রকট করিবে সেবা॥

এইরূপ অতীন্দ্রিয় রূপের অনুভূতি লাভ করা অন্তর আরোপের উদ্দেশ্য। জপ তপ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া এই সাধনায় নিবিষ্ট হইতে হয়। ইহা বলিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে, যাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে সেই ইহা উপভোগ করিতে পারে।

৮। সচেষ্ট মনে, অর্থাৎ ঐকান্তিক যত্নের সহিত, নতুবা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় আছে—

চাতক জলদ মতি এমতি একান্ত রতি
জানে যেই সেই অনুরক্ত।

পরিষদ্-সংস্করণের চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই স্থানে "চৌষট্টি সনে" লিখিত

হইয়াছে। ভজনাঙ্গ চৌষট্টি প্রকার, ইহা বৈধী সাধনার অন্তর্গত। যখন জপ তপ পরিত্যাগ করিয়া আরোপ সাধনার উপদেশ এখানে প্রদত্ত হইতেছে, তখন সর্ব্বশেষে যে বৈধী সাধনা অবলম্বন করিবার কথা বলা হইবে তাহা সম্ভবপর নয়, কারণ তাহাতে পরস্পরবিরুদ্ধ মতের সমর্থন করা হয়। এজন্য "সচেষ্ট" পাঠই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

এই ৪ পঙ্‌ক্তির মর্ম্মার্থ এই—বৈধী সাধনার অঙ্গস্বরূপ জপ তপ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক যত্নের সহিত আরোপ সাধনায় প্রবৃত্ত হও।

৯। বসুতে গ্রহেতে ইত্যাদি। বসু=৮; গ্রহ=৯। বিবর্ত্তবিলাসে এই স্থানটী দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক মতে—

বসু অষ্ট গ্রহ নয় এই সতেরো হয়।
সতেরোতে সাবধান চেতন নিশ্চয়॥

এখানে "সাবধান" শব্দটী বোধ হয় "সার ধন" হইবে। তাহা না স্বীকার করিলেও সতরতে যে চেতনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। শিবসংহিতায় আছে—

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ॥

অতএব সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই চৈতন্য শব্দের সহিত সহজ ধর্ম্মের অনেক গূঢ়তত্ত্ব জড়িত আছে। অমৃত-রসাবলীতে আছে—

চৈতন্য চাঁদের গুণ কে কহিতে পারে।
চেতন করান তারে চৈত্যরূপেতে॥

অর্থাৎ চৈতন্যচন্দ্র চৈত্যরূপেতে জীবাত্মাকে চেতন করান। কি অবস্থা হইলে এই চৈতন্যলাভ হয়? উক্ত গ্রন্থে আছে—

নিত্যানন্দ চাঁদ যবে উদয় করিল।
বাহ্য ও মনের আন্ধার দুই দূরে গেল॥
মায়া-বন্ধ দূরে গেল পাইল চেতন।

বাহ্য ও মনের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যখন মায়া-বন্ধন কাটিয়া যায় এবং

নিত্যানন্দে মন পূর্ণ হয়, তখনই প্রকৃত চেতনা জন্মে। এই চেতনা জন্মিলেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা যায়—

চেতন চৈতন্যরূপ পরমাত্মা মহাশয়।
রূপ বস্তু এই প্রভু চৈত্যরূপ হয়॥ নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী।

পরমাত্মা চৈতন্যরূপ বলিয়া তাঁহাকে চৈত্যরূপ বলা হয়। সহজ ভজনে এই চৈত্যরূপ গুরুই স্বীকৃত হইয়া থাকে। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

চৈত্যরূপ গুরু হয় সহজ ভজনে।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি চৈত্যরূপার গণে॥
লীলাশুক জয়দেব রায় রামানন্দ।
চৈত্যরূপ এই সব হয় ভক্তবৃন্দ॥

এই সকল লোক সহজচৈতন্য পর্য্যায়ের বলিয়া কথিত হয়। যাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ তাঁহারাই এই আখ্যা লাভের উপযুক্ত। চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাহা ছিলেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সহজিয়ারা তাঁহাদিগকে সেইরূপ সিদ্ধপুরুষ বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন।

এই পদাংশের অর্থ এই—'জপ তপ ছাড়, এবং চৈতন্যকে ভজনা কর।' সহজিয়ারা দেবারাধনা করেন না, আত্মোপলব্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; এজন্য চেতনাকে ভজনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

এই জাতীয় ব্যাখ্যা আরও দেওয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্মদেহ (লিঙ্গ-শরীর) সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান এই আধ্যাত্মিক পঞ্চবায়ু; মনঃ, বুদ্ধি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ কথিত হইয়া থাকে। এই লিঙ্গ-শরীরের বিনাশকেই মুক্তি বলা যায় অর্থাৎ দেহ জয় করিতে পারিলেই আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহাই মুক্তি (পাতঞ্জল দর্শনের ১।৪ এবং শেষ সূত্র দ্রষ্টব্য)। সাংখ্যেও আছে—

"সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্" (৩।৯)। অতএব এই পদাংশের অর্থ হইল এই যে নিজ দেহকে ভজনা কর। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলীতে আছে—

দেহের সাধন হয় সর্ব্বতত্ত্বসার।

অন্যত্র— পঞ্চভূত পঞ্চজন দেহ ইথে হয়।
দেহের সাধন সহজ এই হেতু কয়॥ আনন্দ-ভৈরব।

ভজনের মূল এই নরবপু দেহ। অমৃতরসাবলী।

আর একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে॥ ৭৮৫নং পদ।

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে আত্মজ্ঞানলাভেই মোক্ষলাভ হয়। (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।) ইহাও সেই পর্য্যায়ের কথা, কেবল বলিবার ভঙ্গীর বিভিন্নতা আছে মাত্র।

বিবর্ত্তবিলাসে ঘোর তান্ত্রিক মতের আর একটী ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বস্তু অর্থে "অরবিন্দ", এবং গ্রহ অর্থে "বজ্র", অতএব কুলিশারবিন্দ-সংযোগে সাধনার দ্বারা অক্ষয় সুখলাভের ব্যবস্থা দেওয়া হইল। বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থাদিতে এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। ইহা সাধারণ সহজিয়া তান্ত্রিক মতের সাধনা, অনেকে তাহাই সহজ ধর্ম্মের একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়া জানেন। এইরূপ ধারণা পোষণ করিলে সহজ ধর্ম্মের প্রতি অবিচার করা হয়। পঞ্চমকার সাধনামূলক তান্ত্রিক মতকে শৈব ধর্ম্মের একমাত্র বিশেষত্ব মনে করা যেমন অন্যায়, পূর্ব্বোক্ত মত পোষণ করাও সেইরূপ যুক্তিবিগর্হিত।

১০। বাণের সহিত সদাই যজিতে ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই যে বাণের ভজন অবলম্বন কর। এই বাণের ভজনের তাৎপর্য্য কি? বিবর্ত্তবিলাসে ইহার ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। মদন, মাদন, শোষণ, মোহন, স্তম্ভন এই পঞ্চবাণ। এই পঞ্চবাণে শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে আকর্ষণ করেন। লোচন দাসের রসকল্পলতিকাতে আছে—

একখান ধনুক তাহাতে পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে পঞ্চবাণ করে আকর্ষণ॥

যথা—

> শব্দগুণে স্তম্ভন বাণ, গন্ধগুণে সম্মোহন বাণ,
> স্বরগুণে উচাটন বাণ, স্পর্শগুণে মোহন বাণ,
> রূপগুণে শোষণ বাণ। ইত্যাদি।

এই জন্যই "কৃষ্ণতত্ত্ব-কন্দর্প" বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকার আকর্ষণ কিরূপে হয় তাহার দৃষ্টান্ত রাধা-চরিত্রে পাওয়া যায়। মেঘ দেখিয়া রাধার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়, বাঁশীর রবে তিনি উন্মত্তা হন, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া তিনি বলেন "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে" ইত্যাদি। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের নাম বাণের আকর্ষণে সাড়া দেওয়া। রাধা ইহা করিয়াছিলেন, এবং তাহার ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও চৈতন্যদেব ইহা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বিবর্ত্তবিলাসে বলা হইয়াছে—

> পরক্রিয়া রাধাভাব বাণেতে সে হয়।
> পরতত্ত্বপরতার ক্রিয়া সে নিশ্চয়॥

রাধা যেমন কৃষ্ণের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাঁহার আত্মজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল, সেইরূপ ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই পরতত্ত্বের সাধনা। রাধা-চরিত্রে আমরা এই ভাব পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাই। ইহা সম্পূর্ণ ই ভাবরাজ্যের কথা, এই সাধনায় প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করিয়া রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতে হয়। বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

> সদাই সাধিবে রূপ হইয়া চিন্তিত।
> প্রাকৃতকে করিবে তুমি সে অপ্রাকৃত॥

অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুতেই অপার্থিব রূপের সাড়া অনুভূত হইবে, এবং তাহা অনুভব করিয়া পাগল-পারা হইতে হইবে, ইহাই বাণের ভজন। সহজ সাধনার ইহাই রীতি, এই কথাই উক্ত পদাংশে বিবৃত হইয়াছে। ধর্ম্মার্থে ইন্দ্রিয়-নির্য্যাতন সহজিয়ারা পছন্দ করেন না, এজন্য "যুঝিতে" পাঠ এখানে বিরুদ্ধভাবজ্ঞাপক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

১১। দক্ষিণদিগেতে ইত্যাদি। এই পদাংশের ব্যাখ্যা নানা প্রকারে করা যাইতে পারে। তন্ত্রোক্ত সপ্ত প্রকার আচারের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচারের

উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বেদাচারের অনুসরণ করিয়া জপপূজাদির নাম দক্ষিণাচার—

বেদাচার ক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃতবিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

আর বামাচারে বামা হইয়া পূজা করিতে হয়—

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারো ভবেৎ তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্ ॥

তৎপরে কথিত হইয়াছে যে "দক্ষিণাদুত্তমং বামং", অর্থাৎ দক্ষিণাচার হইতে বামাচার শ্রেষ্ঠ। তন্ত্রের মতে আদ্যাশক্তির আরাধনায় জপপূজাদির ব্যবস্থা আছে, তথাপি বেদাচার হইতে বামাচারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সহজমতে দেবতাপূজার বিধি নাই এবং খপুষ্পাদিও ব্যবহৃত হয় না, তথাপি এই ধর্ম্ম রাগের ধর্ম্ম বলিয়া তন্ত্রের উক্ত দুই প্রকার আচারের অনুকরণে ইহাতে বামারাগ ও দক্ষিণারাগের নামকরণ হইয়াছে।

রত্নসারে আছে—

রাগমধ্যে শ্রেষ্ঠকরি দুইবিধ হয়।
বামা দক্ষিণা করি দুই মত কয় ॥
বামারাগ হয় অতি রসের উল্লাস।
দক্ষিণা রাগেতে হয় যথাযোগ্য বিলাস ॥

* * * *

দক্ষিণা রাগেতে স্বতসিদ্ধ নাহি হয়।

এবং যথাযোগ্য বিলাস করে স্বকীয়া সাধন।
তাহারে কহিল মাত্র দক্ষিণে গমন ॥

অর্থাৎ দক্ষিণারাগে স্বকীয়া এবং বামারাগে পরকীয়া সাধন হয়। সহজিয়া তন্ত্রের মতে রমণী লইয়া সাধনায় স্বকীয়া হইতে পরকীয়া শ্রেষ্ঠ, কারণ পরকীয়া-রাগে রসের অত্যধিক উল্লাস হয়। কিন্তু সহজিয়া-দর্শনে এই ভাবে এই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় নাই। সহজিয়া-দর্শনে স্বকীয়া অর্থে কামের সাধনা, এবং পরকীয়া অর্থে প্রেমের সাধনা। আবার কাম শব্দটীও এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কামনা করিয়া শাস্ত্রের বিধানানুসারে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড করা হয় তাহা সমস্তই স্বকীয়া পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহ-পরকালের সুখের কামনা লইয়া

জপতপপূজাধ্যানাদি যাহা করা যায় সবই স্বকীয়া সাধন, আর নিষ্কাম কর্ম্মে পরকীয়া অর্থাৎ প্রেমের সাধনা হয়। ভৃঙ্গরত্নাবলীতে আছে—

পরকীয়া রতি হয় নিষ্কাম কৈতব।
এবং নিষ্কামের পর কৃষ্ণ পরকীয়া রতি। রসকদম্ব-কলিকা।

অতএব এখানে বলা হইল যে সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন কর।

অথবা, যেমন আত্মনিরূপণ গ্রন্থে আছে—

দক্ষিণেতে কাম হয়, বামনেত্রে প্রেম।

অতএব এই পদাংশের অর্থ হইল এই যে কাম পরিত্যাগ করিয়া প্রেম অবলম্বন কর।

এইরূপ ব্যাখ্যা আরও দেওয়া যাইতে পারে, যেমন বিবর্ত্তবিলাসে আছে—

দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ অনুরাগহীন নরক নিশ্চয়॥

অতএব দেখা গেল যে কৃষ্ণ অনুরাগ দক্ষিণা রাগে হয় না; এজন্য দক্ষিণে গমনের নিষেধাজ্ঞা এখানে প্রচারিত হইয়াছে।

আবার—

দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ বামাঙ্গে অবলা।
এবং দক্ষিণে পুরুষদেহ বামেতে প্রকৃতি। নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী।

অতএব পুরুষভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিভাব অবলম্বন করার বিধি দেওয়া হইল। পুরুষভাবে আত্মাভিমান থাকে, তাহাতে আত্মজ্ঞানের লোপ হয়, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, যেমন রাধার ভাব অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের হইয়াছিল। এজন্য সহজ মতে লিখিত হইয়াছে—

আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে প্রকৃতি রতি না করে।

কারণ এক বহি আর পুরুষ নাহিক সেই যে মানুষ সার।
তাহার আশ্রয় প্রকৃতি না হলে, কোথা না পাইবে পার ॥
রসসার।

এবং স্বভাব প্রকৃতি হৈলে তবে রাগ রতি। অমৃতরত্নাবলী।

অতএব বলা হইল যে প্রকৃত প্রেমলাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিভাব অবলম্বন কর, কখনও পুরুষ ভাব লইয়া সাধনা করিও না।

বিষ্ণুপুরাণে (১৷৩৷৯) লিখিত আছে যে দক্ষিণায়নে দেবগণের রাত্রি আর উত্তরায়নে দিবা, এবং অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবগণ দিবায় বলবান্ হন (ঐ, ১৷৫৷৩২)। স্বরূপ কল্পতরুতেও আছে—

বামদিকে বিকশিত দিবার সঞ্চার।
দক্ষিণদিগেতে রাত্রি ঘোর অন্ধকার ॥

অতএব বলা হইল যে অন্ধকারময় আসুরিক ভাব বিসর্জ্জন করিয়া উজ্জ্বল দেবভাবাপন্ন হও।

ভাগবতের (২৷৬৷২০) শ্লোকে আছে যে বিবিধ বস্তু সৃষ্টি-করণার্থে ভগবান্ ভোগ ও মোক্ষের সাধনস্বরূপ দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই মার্গে ভ্রমণ করেন। কাজেই দক্ষিণ মার্গ ভোগের, আর উত্তর মার্গ মোক্ষের। অতএব বলা হইল যে ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষের পথ অনুসরণ কর।

এইরূপ বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যাতে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই ৮ পঙ্‌ক্তির মর্ম্মার্থ এই—আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভজনা কর। সেই ভজনা কিরূপ? সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্য অনুশীলন। ইহাই সহজ ভজনের রীতি বলিয়া কথিত হয়। সকাম সাধনা, পুরুষ বা আসুরিক ভাব, অথবা ভোগের পথ পরিত্যাগ কর, এবং প্রকৃতি বা দেবভাবাপন্ন হইয়া মোক্ষের পথে নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুসরণ কর; নতুবা সাধনায় নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এই উপদেশ মত কার্য্য করিলে তুমি শাশ্বত আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। আরোপ সাধনার এই সকল বিশেষত্ব এখানে কথিত হইল।

তৎপরবর্ত্তী ৪ পঙ্‌ক্তিতে রামিনীকে অবলম্বন করিয়া আরোপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চণ্ডীদাসকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সাধনা দ্বারাও যে নিত্য প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় তাহার দার্শনিক তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে (২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন[1] কথা ॥
সাতাশি[2] উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি ?
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয় ?
কি বীজ সাধিয়া সাধক হয়[3] ?
রতির আকৃতি বলয়ে কারে[4] ?
রসের প্রকার[5] কহিবে[6] মোরে ॥
কি বীজ সাধিয়া[7] সাধিব রতি ?
কি বীজে ভজয়ে[8] রসের গতি ?
সামান্য রতিতে[9] বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে ॥
সামান্য বিশেষে[10] একতা রতি।
একথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয় ?
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ?
সামান্য রসকে কি বীজে যজে[11] ?
কি বীজ প্রকারে বিশেষে[12] মজে ?
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে ?
চণ্ডীদাস কহে কহিবে[13] মোরে।
বাশুলী কহিল[14] কহিব তোরে ॥

১ ভজন, বিপু ২৮৮। ২ সালেঙ্গি, ঐ। ৩ কয়, পসং।
৪ বলিয়ে যারে, ঐ। ৫ একার, বিপু ২৮৮। ৬ কহিব, পসং।
৭ সাধিলে, ঐ। ৮ বীজ ভজিলে, ঐ। ৯ রসেতে, বিপু ২৮৮
১০ বিশেষ, পসং। ১১ রস যাজে, ঐ। ১২ বিশেষ, ঐ।
১৩ কহবে, পসং ; কহিলে, বিপু ২৮৮। ১৪ কহিছে, পসং।

বাশুলী কহিছে শুন হে দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের স্থিতি [১]।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক-রতি [২]॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপধারী [৩] আমি সে হই॥
সাতাশী আঁখরে সাধিবে তিনে।
একত্র [৪] করিয়া আরপ [৫] মনে॥
রতির আকৃতি আসকে [৬] রয়।
রসের আকৃতি [৭] কন্দর্প হয়॥
তিনটি আঁখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আঁখরে রসকে [৮] ভজি॥
দ্বিতীয় আঁখরে [৯] সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আঁখরে [১০] সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত-পার॥

[১] গতি, পসং। [২] স্থিতি, ঐ। [৩] ধরি, ঐ।
[৪] ঐক্যতা, বিপু ২৮৮। [৫] আপন, পসং। [৬] আসক, ঐ
[৭] একার, বিপু ২৮৮। [৮] বাণকে, পসং। [৯] আসকে, ঐ
[১০] আখর, ঐ।

ব্যাখ্যা

এই দুইটী পদ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। প্রথম পদটীতে চণ্ডীদাস কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছেন, আর দ্বিতীয় পদে বাশুলী দেবী তাহারই উত্তর দিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নোত্তরে সহজধর্ম্মের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন প্রথম প্রশ্ন এই যে এই সকল পদ চণ্ডীদাসের রচিত কি না। যাহাকে ভণিতা বলে তাহা এই দুইটী পদের একটীতেও পাওয়া যায় না। প্রথম পদের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি এই—

চণ্ডীদাস কহে কহিবে মোরে।
বাশুলী কহিল কহিব তোরে॥

এই পদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ঠিক তাহার পরেই পূর্ব্বোক্ত দুই পঙ্‌ক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতএব ইহা কবির ভণিতা নহে, প্রশ্নের জের মাত্র, এবং পরবর্ত্তী পদে বাশুলী যে উত্তর দিবেন তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পদের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রসসমুদ্র বেদান্ত-পার॥

ইহা বাশুলীর উত্তরের উপসংহার মাত্র, ভণিতার চিহ্ন মাত্রও এখানে নাই। সহজধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব প্রচার করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সারতত্ত্ব বাশুলীর মুখ দিয়া প্রচারিত হইল ইহাই বক্তব্য।

সাধারণ পাঠক চণ্ডীদাসের নাম-জড়িত এই সকল পদকে চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই ধরিয়া লইতেছেন। কিন্তু পদগুলি যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সহজে ধরা যায় যে বাশুলী ও চণ্ডীদাসের নাম ব্যবহার করিয়া কতকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মাত্র। এই দেশের পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসরিক পঞ্জিকা পর্য্যন্ত সকলই এই প্রথায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

প্রথমেই আছে—

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা॥

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কখন বাশুলী চণ্ডীদাসকে সাধনার কথা বলিয়াছেন? রাগাত্মিকা পদের প্রথম পদটীতে আছে—"নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল, ইত্যাদি," ইহার পরেই আমাদের আলোচ্য এই পদটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত প্রথম পদে বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসকে সহজ ভজন যাজন করিতে বলিয়াছেন, তাহারই প্রত্যুত্তরে চণ্ডীদাস এই সকল প্রশ্ন করিয়া সহজভজনের গূঢ়তত্ত্বগুলি অবগত হইতে চাহিতেছেন। কাজেই প্রথম পদটীর জের যে এই পদেও চলিতেছে, ইহা বুঝাইবার জন্যই লেখক উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয় প্রথমেই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

এখন চণ্ডীদাসের প্রশ্নগুলি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

সাতাশি উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥

এই "সাতাশি" ও "তিন" দ্বারা কি বুঝাইতেছে? তৃতীয় পদটীতে বাশুলী উত্তর করিতেছেন—

সাতাশি আখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আরপ মনে॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে এখানে সাতাশি আখর দ্বারা সাধনা করিবার কথা বলা হইয়াছে। আর ঐ তিনের সম্বন্ধে চণ্ডীদাস স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে?

ইহাতেও এই আভাস পাওয়া যাইতেছে যে ঐ তিন দুয়ারে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা নিত্যের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ আছেন। প্রথমতঃ আমরা

এই তিনের খোঁজ করিতেই যত্নবান্ হইব, তৎপরে সাতাশি আখর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। দ্বিতীয় পদটীতে বাশুলী উত্তর করিয়াছেন—

প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি ॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।

অতএব সন্ধান পাওয়া গেল যে এই তিনের প্রথমটী "মদ" দ্বিতীয়টী "আসক" এবং তৃতীয়টী "কন্দর্প"। সহজধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই শব্দত্রয় বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তৃতীয় পদটীতে বাশুলীর উক্তিতেই আছে—

কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয় ॥
আসকরূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি যে হই ॥

অতএব এই তিন দ্বারে কৃষ্ণ, রাধা ও বাশুলীর অবস্থিতি অবগত হওয়া গেল। কন্দর্প, আসক ও মদ এই তিনটী শব্দ এই তিন জনের বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই বিশেষত্ব কি? এখানে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে আমরা মাধুর্য্য ভাবের উপাসনার গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে যাইতেছি। ইহার তিনটী প্রধান অঙ্গের নাম রূপ, প্রেম ও আনন্দ। লোকে রূপ দেখিয়া প্রেমে পতিত হয় এবং তাহাতেই আনন্দ উপভোগ করে, অতএব এই তিনটী পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। কন্দর্প অর্থাৎ কামদেব পরিপূর্ণ রূপের প্রতিমূর্ত্তি, এই জন্য কন্দর্প বিশেষণে কৃষ্ণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। চরিতামৃতে কৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন—

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥
আদির চতুর্থে।

ইহা এতই অনন্ত যে—

এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥

অতএব কৃষ্ণ পূর্ণমাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া কাম বা কন্দর্প আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন। রত্নসার নামক সহজিয়া গ্রন্থে আছে—

যেই হেতু সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ করে।
স্থাবর জঙ্গম আদি সর্ব্বচিত্ত হরে॥
জগতের মন যেই কামে হরি লয়।
অতএব কামরূপে কৃষ্ণ নিশ্চয়॥

আর আসক ঐ শব্দটী আসক্তি শব্দের অপভ্রংশ। আসক্তি অর্থে আকর্ষণ, যাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রেমে। এই জন্যই এখানে আসকরূপে শ্রীরাধাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে, কারণ তিনি "প্রেমের পরমসার মহাভাব"-স্বরূপিণী। এই রূপ ও প্রেমের সঙ্গে আনন্দ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ আছে বলিয়া মদ বা আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বাশুলী দেবীকে নিত্যসংজ্ঞক কৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া চণ্ডীদাসকে মাধুর্য্য উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিতে পাঠান হইয়াছে, কারণ আনন্দই লোককে রূপ এবং প্রেমের উপাসনায় নিয়োজিত করে। অতএব উক্ত তিন দ্বারে কৃষ্ণ, রাধা ও বাশুলীরূপী রূপ, প্রেম ও আনন্দ বর্ত্তমান আছে; তাহারা পরস্পর নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া একীভূত, অথবা একই বস্তুর ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। ইহাই তিনটী দ্বারের কল্পনার কারণ।

এখানে বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে বাহ্য দৃষ্টিতে একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। বৈষ্ণবগণ রাধাকে হ্লাদিনী শক্তির প্রতিভূ করিয়াছেন, আর সহজিয়া মতে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বাশুলী দেবী। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই এই বৈষম্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। চরিতামৃতে আছে যে প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান। এজন্য তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।

আদির চতুর্থে।

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ প্রেমের সহিত আনন্দের অভিন্নত্ব কল্পনা করিয়া রাধাকে এই উভয়েরই প্রতিভূ করিয়াছেন, আর সহজিয়ারা তাহাই পৃথক্ করিয়া বাশুলীকে করিয়াছেন আনন্দের, আর রাধাকে করিয়াছেন প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি।

মাধুর্য্যমতে বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, কিন্তু জ্ঞানমার্গীয় বিচারেও প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। ভগবান্ যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাহা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচারিত হইয়াছে। এখানে আমরা প্রধানতঃ বৈষ্ণবগ্রন্থাদির কথাই উল্লেখ করিব। চরিতামৃতের আদির চতুর্থে (মধ্যের অষ্টমেও) লিখিত হইয়াছে—

সৎ-চিৎ-আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান করি মানি॥

অতএব জানা গেল যে ভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তির তিনটী রূপ, তাহা সৎ, চিৎ ও আনন্দসংজ্ঞক। রাগাত্মিকা আর একটী পদেও অন্তরঙ্গা শক্তির এই তিনটী দ্বারের কথা পাওয়া যায়, যথা—

বাহিরে তাহার একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে। ৭৯৩নং পদ।

ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উপায় বলিয়া এই তিনটীকে তিনটী দ্বার বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক যে এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে কে কাহার প্রতিভূ। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে বাশুলী নিজেই নিজেকে মদের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। মদ্ ধাতু বেদেও আনন্দার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (ঋগ্বেদের ৪।১৭।৫ সূত্র দ্রষ্টব্য), অতএব আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি হইলেন বাশুলী দেবী। ইহাতেও প্রেমের ভাগটা হইল একা রাধার নিজস্ব। প্রেমই আকর্ষণ বা আসক্তি, যাহা সংযোগ সাধন করে, অতএব "সদংশে সন্ধিনী" (অর্থাৎ সংযোজক) শক্তির প্রতিমূর্ত্তি হইলেন রাধা। রাগময়ীকণাতে বলা হইয়াছে—

যোগমায়া অধিকাংশে সন্ধিনী সদংশে।

অতএব সন্ধিনী মায়াজড়িত। বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) ইহাকেই "তাপকরী" বলা হইয়াছে, কারণ মায়াই দুঃখের কারণ। ভগবান্ এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া নিজেকে বিভক্ত করিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিলেন, ইহাই দার্শনিক মত। এই মায়াই

পরমেশ্বরের প্রকৃতি—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্ব উপঃ, ৪।১০)। চরিতামৃতেও আছে—

কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।

"তাপের" ভাবটা দার্শনিকের চক্ষে, ভক্তের চক্ষে তাহাই আনন্দপূর্ণ প্রেমলীলা। অতএব কৃষ্ণের সদংশজাত সন্ধিনী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি হইলেন রাধা। পুনশ্চ, চরিতামৃতে আছে—

চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি।

আর এই সম্বিৎই শ্রীকৃষ্ণ—

সম্বিদ্ শ্রীকৃষ্ণ চিদংশে গোলোকপতি।

ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যেও (পরিষদ্ সংস্করণ ৮৯ ও ৯৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) লিখিত হইয়াছে—"এবমাত্মা চিদ্রূপ," "নন্নু সংবিদে বেত্ত্যুক্তম্"। ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহদা উপঃ ৩।৯।২৮), এই চিৎ (বিজ্ঞান) ও আনন্দের সংযোজক শক্তি সদাখ্য, যাহাদ্বারা এই সংযোগের নিত্যত্ব সূচিত হয়। অতএব জ্ঞানমার্গীয় ব্যাখ্যাতেও পাওয়া যাইতেছে যে (আমরা বৈষ্ণবের ভাষায় বলিতেছি) শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির ত্রিবিধভাগে চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সৎস্বরূপ রাধা, এবং আনন্দস্বরূপ বাশুলী দেবী। ইঁহারা ত্রিবিধত্বে নিত্যসংজ্ঞক কৃষ্ণের সন্ধান দিতেছেন।

অবশেষে দাঁড়াইল এই—চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিয়াছিলেন—সাতাশী উপরে যে তিনের স্থিতি, সেই তিনের স্বরূপ কি, এবং এই তিন দুয়ারে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা নিত্যের কে? বাশুলী উত্তর করিলেন যে, প্রথম দুয়ার মদের বা আনন্দের, দ্বিতীয় দুয়ার আসকের বা প্রেমের, এবং তৃতীয় দুয়ার কন্দর্পের বা রূপের। এই তিন দ্বারে থাকেন বাশুলী, রাধা ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা সৎ, চিৎ ও

দ্রষ্টব্য:—বাশুলী বিশালাক্ষী না বাগীশ্বরী তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণ স্থির করিতেছেন। ধর্ম্মব্যাখ্যায় সেই তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই। সহজিয়ারা বাশুলীকে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি করিয়াছেন, এবং তিনি থাকেন রসিক নগরে—"আমি থাকি রসিক নগরে" (৭৬৮ নং পদ)। বাশুলী সংজ্ঞা এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

আনন্দ শক্তির ইহাই ত্রিবিধ রূপ, যাহা নিত্যসংজ্ঞক কৃষ্ণের স্বরূপের অভিব্যক্তি মাত্র। তৎপরে তিনি বলিতেছেন যে সাতাশী আখরে এই তিনের সাধনা করিতে হইবে। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে এই সাতাশী আখরের দ্বারা কি বুঝাইতেছে।

এই পদগুলিতে "বীজ" শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—

এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥
কি বীজ সাধিয়া সাধিব রতি।
কি বীজে ভজয়ে রসের গতি॥ ইত্যাদি।

এই "বীজ" শব্দটীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখে আমাদের গন্তব্য পথে চলিবার নিশানা পাওয়া যাইবে। গোপালতাপনী নামে একখানা সংস্কৃতগ্রন্থ আছে, ইহা উপনিষদ্, এবং বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রচলিত। প্রবাদ এই যে, গোপালতাপনী ও ব্রহ্মসংহিতা চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনা করিবার যে চক্রের উল্লেখ আছে তাহা এই—প্রথমতঃ অষ্টপত্র-সমন্বিত একটী পদ্ম আঁকিতে হইবে, তাহার কেন্দ্র স্থানে কামবীজ ক্লীং শব্দটী লিখিতে হইবে। তৎপরে পদ্মমধ্যে পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত দুইটী ত্রিভুজ আঁকিতে হইবে। ক্লীং এর চতুর্দ্দিকে ১৮ অক্ষরের গোপাল মন্ত্র ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা—লিখিতে হইবে। ত্রিভুজদ্বয়ের ৬টী অবচ্ছেদে ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ লিখিতে হইবে। ত্রিভুজদ্বয়ের ছয়টী শীর্ষের মধ্যে তিনটীতে শ্রীঁ এবং তিনটীতে হ্রীঁ লিখিতে হইবে। তৎপরে ৪৮ অক্ষরের কামগায়ত্রী—নমঃ কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা—পদ্মের ৮টী পাপড়ীতে প্রত্যেক পাপড়ীতে ৬টী করিয়া লিখিতে হইবে। অবশেষে অষ্টপত্রের শীর্ষদেশে আটটী প্রণব লিখিয়া বলয়াকার অনন্ত-বৃত্তের দ্বারা পদ্মটী বেষ্টন করিয়া তন্মধ্যে মাতৃকাবর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে ইহাকে চতুরস্র করিয়া অষ্টবজ্র-যুক্ত করিতে হইবে। ইহাই গোপালতাপনীর মতে কৃষ্ণ উপাসনার প্রকৃষ্ট যন্ত্র। উক্ত গ্রন্থের (বহরমপুর সং) ২৬-২৯ পৃষ্ঠায় এই বিবরণ লিখিত আছে। ২৯

পৃষ্ঠার শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে পদ্মের অন্তে প্রণবসহ বর্ণসমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।
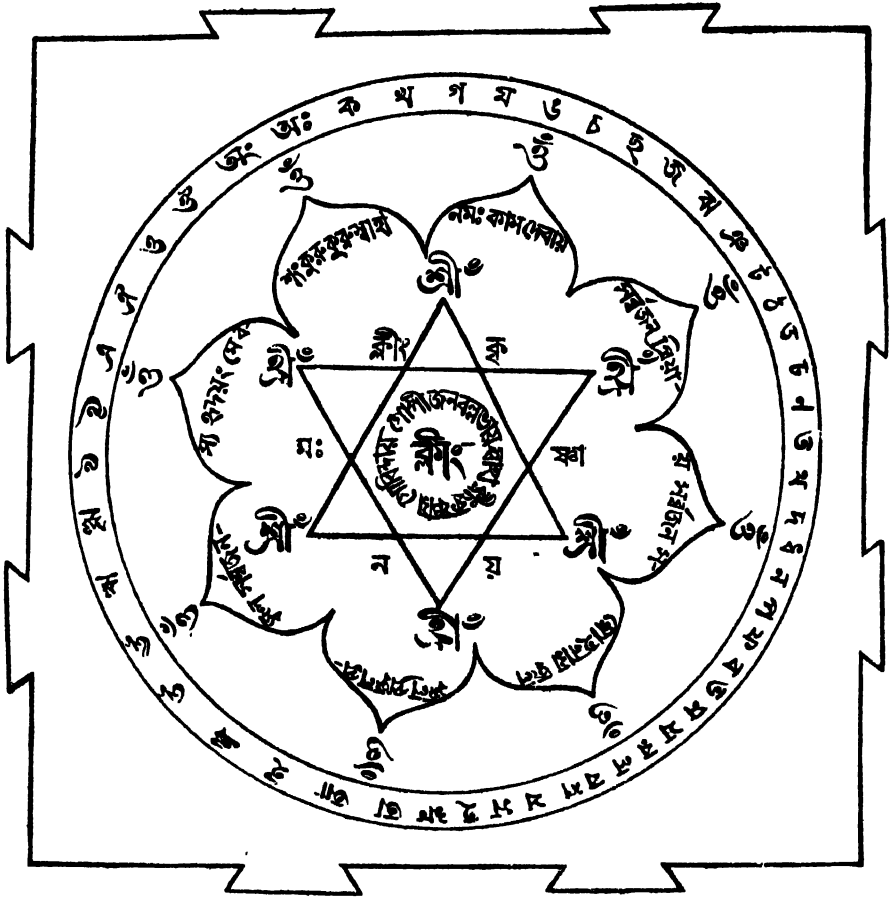
এই পদ্মমধ্যে যে সকল বর্ণ আছে তাহার সমষ্টি এই—কামবীজ = ১ ; ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ = ৬ ; গোপাল মন্ত্র = ১৮ ; শ্রীঁ = ৩ ; হ্রীঁ = ৩ ; কামগায়ত্রী = ৪৮ ; প্রণব = ৮, একুনে ৮৭টী অক্ষর। আলোচ্য পদমধ্যেও যখন "সাতাশী আখরে" পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে, এবং "বীজ" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে তখন এই গোপালতাপনীর পূজা প্রথাই যে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই বুঝা যায়। এই পূজার ফল কি ? উক্ত গ্রন্থের দশম শ্লোকে লিখিত আছে— যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি, অর্থাৎ এইরূপ ধ্যান পূজাদি করিলে লোক অমর হয়। এবং "শাশ্বত সুখের" (২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অধিকারী হয়। ভজনসম্বন্ধে উক্তগ্রন্থের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

ইঁহার ভক্তিই ভজন ; তাহা কিরূপ ? ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় কামনা-নিরাসপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মতে (সহজমতে নিত্যেতে) মনের যে অর্পণ অর্থাৎ প্রেম, তদ্দারা তন্ময়ত্ব হওয়াই ইঁহার ভজন। তান্ত্রিক মতের সাধনার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজধর্ম্মের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। কামগায়ত্রী এবং গোপালমন্ত্র কৃষ্ণকেই কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছে। আর এইরূপ যন্ত্রসাহায্যে ভজনের মধ্যে প্রেমের উপকরণ সম্পূর্ণ ই বৈষ্ণবীয়। তান্ত্রিক পূজায় প্রেমের তত প্রাধান্য নাই, শক্তিসাধকগণ শক্তিলাভের জন্যই সচেষ্ট হন, কিন্তু বৈষ্ণবের প্রধান অবলম্ব্য প্রেম, এবং তাঁহারা অদ্ভুত শক্তি লাভের কামনা না করিয়া আনন্দ ও অমরত্বের প্রয়াসী। বৈষ্ণব-মতের বিশিষ্টতা এইরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

কামবীজ ও কামগায়ত্রীর পূজা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল। চরিতামৃতে আছে—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥

মধ্যের অষ্টমে।

অন্যত্র—

নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাঁহার থানা।
কামবীজসহ ব্রজবধূগণ
করে তাঁর উপাসনা॥

রাগাত্মিকা পদ নং ৭৯৩।

সিদ্ধের যে উপাসনা কামবীজ হয়। রাগময়ীকণা।

কামগায়ত্রী কামবীজে উপাসনা যার।
কন্দর্পে আকর্ষিয়া কি করিবে তার॥ আনন্দভৈরব।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় উপাসনার কথাই এই পদমধ্যে বলা হইয়াছে। চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কি বীজ সাধিয়া সাধক হয় ?" তাহারই উত্তরে বাশুলী বলিতেছেন যে কামবীজাদি-সমন্বিত

৮৭ অক্ষরসমন্বিত যন্ত্রসাহায্যে নিত্যের ত্রিধারাখ্য ত্রিবিধ শক্তিকে একীভূত করিয়া আরোপ সাধনা করিতে হইবে।* এখানে আরোপ অর্থে দেবমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার ন্যায় যন্ত্রমধ্যে উক্ত ত্রিবিধ শক্তির অবস্থান কল্পনা করিয়া সাধন। এইরূপ আরোপ না করিলে যন্ত্রের উপাসনা হয়, নিত্যের উপাসনা হয় না। তৎপরে চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিয়াছেন—

রতির আকৃতি বলয়ে কারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥

তাহারই উত্তরে বাশুলী বলিতেছেন—

রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥

অর্থাৎ আসক বা আসক্তির উপর রতির গঠন নির্ভর করে, আর কন্দর্প ই রস। এখানে রতি ও রস এই দুইটী শব্দই বিশেষার্থব্যঞ্জক। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে আসক্তির সঙ্গে রতিকে জড়ান হইয়াছে। রসসার গ্রন্থে আছে—

রূপলাবণ্য যার দেখি জন্মে ক্ষোভ।
প্রাপ্তি কারণে সদা চিত্তে হয় লোভ॥
পূর্ব্বরাগের ঘর এই সদা চিন্ত মনে॥

* **দ্রষ্টব্য ঃ**—৮৭ অক্ষর গণনায় অনন্তবলয়ের ৫০টী মাতৃকাবর্ণ গ্রহণ করা হয় নাই। পদ্মের বহির্দেশস্থ বলয়ের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় ইহারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পদ্মান্তর্গত বর্ণগুলিই কৃষ্ণপূজার বিশিষ্টতাজ্ঞাপক, মাতৃকাবর্ণ সাধারণভাবে অনেক যন্ত্রেই ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থমধ্যে "অষ্টচত্বারিংশদক্ষরী কামগায়ত্রী" লিখিত আছে, অথচ অক্ষরগুলি গণনা করিলে ৫০টী হয়। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, "নমঃ" ও "স্বাহা" ইহার প্রত্যেকেই তান্ত্রিক মতে একাক্ষর বলিয়া গণনীয়। অথচ গোপাল-মন্ত্রের "স্বাহা"কে দুই অক্ষর ধরিয়া "অষ্টাদশাক্ষরী গোপাল-বিদ্যা" বলা হইয়াছে। যখন গ্রন্থমধ্যে এইরূপভাবে গণনার রীতির উল্লেখ আছে, তখন আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। এখানে যে কামগায়ত্রী দেওয়া হইয়াছে তাহা অষ্টচত্বারিংশদক্ষরী, কিন্তু চরিতামৃতে (মধ্যের একবিংশে) আছে—"কামগায়ত্রীমন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়।" এখানে অন্যপ্রকার কামগায়ত্রী ধরা হইয়াছে। তাহার স্বরূপ এই—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নো কৃষ্ণ (?) প্রচোদয়াৎ," এই মন্ত্রে ২৪½ অক্ষর। কৃষ্ণদাসের রাগময়ীকণা হইতে ইহা সংগৃহীত হইল। এই গায়ত্রীর অন্য রূপও অন্যত্র পাওয়া যায়।

অর্থাৎ রূপলাবণ্য দেখিয়া তাহা প্রাপ্তির জন্য যে লোভ তাহাই পূর্ব্বরাগ। এই পূর্ব্বরাগ হইতেই রতি এবং তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য ভাবের উদয় হয়; যথা—

সম্ভোগের সমরস পূর্ব্বরাগে রতি।
রতিপূর্ব্ব যত দেখ পূর্ব্বরাগে স্থিতি॥ ঐ।

এই যে "রতিপূর্ব্ব" কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে রতির ক্রমিক অভিব্যক্তিতে স্নেহ, প্রেম, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের উদয় হয়। চরিতামৃতে আছে—

প্রীত্যঙ্কুরে "রতি" "ভাব" হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥
মধ্যের ত্রয়োবিংশে।

তাহা কিরূপ? যথা—

রতি স্নেহ প্রেম এই তিনটী প্রকার।
মান প্রণয় রাগ অনুরাগ আর॥
তদুপরি ভাব দিয়া অষ্টমত হয়।
প্রথমতঃ রতিভাব বীজবৎ কয়॥
রসসার গ্রন্থ (চরিতামৃতের উক্ত পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)।

অতএব আসক্তি হইতে পূর্ব্বরাগ, পূর্ব্বরাগ হইতে রতি, ভাব ইত্যাদির উদ্ভব হয়। কাব্যপ্রদীপ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে পূর্ব্বরাগের পরিবর্ত্তে অভিলাষ (আসক্তির সমনাম) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে আসক্তি হইতেই রতির জন্ম। ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে আসকরূপেতে শ্রীরাধাকে বুঝাইয়া থাকে, কাজেই রাধাই রতির স্বরূপা, এই জন্যই তাঁহাকে "কৃষ্ণস্যাহ্লাদিনী শক্তিঃ শৃঙ্গাররসরূপিণী" বলা হয়। রাগময়ীকণাতে আছে—

শ্রীমতী রাধিকা হন রসরূপ রতি।
প্রেমের লহরী সবার চিত্ত আকর্ষতি॥

এখন রাধার কথা বাদ দিয়া কেবল রতি লইয়াই আলোচনা করা যাউক। বাশুলীর উত্তরে আছে—রতির আকৃতি আসকে রয়—অর্থাৎ আসক্তির তারতম্য অনুসারে রতির স্বরূপ নির্ভর করে। রতি হইতে যে প্রেম, ভাব ইত্যাদির

উদ্ভব হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রতির প্রকারভেদ আরও আছে, যথা—

পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সভাতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তি রতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেত বাঢ়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা। ইত্যাদি

চরিতামৃতে মধ্যের ত্রয়োবিংশে।

অতএব শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রতির সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে। আসক্তির নমুনার উপর ইহাদের বিভিন্নতা নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত সামান্য রতি, বিশেষ রতিও আছে, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

বাশুলীর উত্তরের দ্বিতীয় অংশ—রসের আকৃতি কন্দর্প হয়—ইহার অর্থ কন্দর্প বা কামদেব রসের স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রসের স্বরূপ। অমৃতরত্নাবলীতেও আছে—

রতি শব্দে রাধাগুণ প্রেম। আর কাম?
কাম শব্দে কান্ত, রাধারমণ নাম॥

চরিতামৃতের আদির চতুর্থে বলা হইয়াছে—

রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।

অতএব রতি ও রস শব্দে রাধা ও কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে তাহা জানা গেল। বাশুলীর উত্তরের ইহাই অর্থ।

ইহার পরে চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কি বীজ সাধিয়া সাধিব রতি।
কি বীজে ভজয়ে রসের গতি॥

বাশুলী উত্তর দিয়াছেন—

তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে রসকে ভজি॥

অর্থাৎ তিনটী অক্ষরদ্বারা রতি বা রাধাকে, আর পাঁচটী (এখানে পঞ্চম শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে) অক্ষরদ্বারা রস বা কৃষ্ণকে উপাসনা করিতে হইবে। এই আখরগুলি কি? তিনটী আখরে কামবীজ, আর পাঁচটী আখরে গোপাল-মন্ত্র বা কৃষ্ণ-মন্ত্র বুঝাইতেছে। গোপালতাপনী গ্রন্থে (১৯-২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কামবীজ ক্লীং শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে ইহা "জলভূমীন্দুসম্পাতে" গঠিত অর্থাৎ—জলং ককারঃ তদ্বাচিত্বাৎ। ভূমির্লকারঃ লকারবীজত্বাৎ। তথা দীর্ঘ-ঈকারঃ অগ্নিকৃতসন্ধিত্বাৎ ইন্দুরনুস্বারঃ তদাকারত্বাৎ। তেষাং সম্পাতো মিলনং তেন জাতং যৎ কামবীজম্ ইত্যাদি।" অতএব এই কামবীজে তিনটী অক্ষর আছে—একটী ক্, দ্বিতীয়টী লী এবং তৃতীয়টী অনুস্বার। এই তিন অক্ষর-সমন্বয়ে ক্লীং গঠিত হয়। এই কামবীজ-দ্বারা রতির উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

উক্ত গোপালতাপনী গ্রন্থে গোপালমন্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমমিতি পঞ্চপদী জপন্ ইত্যাদি।" অতএব পঞ্চপদী গোপাল-মন্ত্র হইল—"কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা।" ইহাদ্বারা রস বা কৃষ্ণকে উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইল।

এই উপাসনার একটু প্রকারভেদ আছে। যে দেবতার যাহা প্রিয়, ভক্ত তাহা দিয়াই তাঁহার উপাসনা করে। কৃষ্ণ রাধার প্রিয় বলিয়া ভক্ত কৃষ্ণের স্বরূপভূত কামবীজ-দ্বারা রাধার প্রীতি সম্পাদন করিবে। কিন্তু গোপীজনেরা কৃষ্ণ-উপাসনায় তাঁহার স্বরূপ যে কামবীজ তাহারই উপাসনা করিবে, এজন্য বলা হইয়াছে—

কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তাঁর উপাসনা ॥

রাগাত্মিকা পদ নং ৭৯৩।

ইহার পরে চণ্ডীদাসের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন—

সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে ॥
সামান্য বিশেষে একতা রতি।
একথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥

সহজ-সাধনার রীতি এই যে সামান্য রতিতে বিশেষ রতি সাধিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সামান্য রতি সাধনার দিকেই দৃষ্টি করিলে বিশেষ রতি সাধনা হয় না, এই জন্য সামান্য ও বিশেষ একত্র করিয়া সাধিতে হয়। চণ্ডীদাস একথা জানেন, কিন্তু সামান্যের সহিত বিশেষ একত্র করিয়া সাধনা করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এখানে সেই সন্দেহের কথাই বলিয়াছেন।

এখানে সামান্য ও বিশেষ এই দুইটী শব্দই বিশেষার্থজ্ঞাপক। ব্রহ্মসূত্রের ১।২।৫ সূত্রে আছে—"বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ"—অর্থাৎ বৈশ্বানর শব্দের সাধারণ অর্থ অগ্নি, কিন্তু এখানে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। সাধারণ এইরূপে বিশেষে পরিণত হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে রতি প্রধানতঃ তিন প্রকার—সামান্যা, সমঞ্জসা ও সামর্থ্যা। রসসার গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

অনায়াসে যেমতি মিলে বহু চেষ্টা বিনে।
সাধারণী রতি এই শুনহ যতনে॥

ইহার দৃষ্টান্ত কুব্জার প্রেম। সংস্কারাদিদ্বারা একটু বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেই ইহা সমঞ্জসা রতি হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের রতি। আর পূর্ণ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহা সামর্থ্যা রতিতে পরিণত হয়, যেমন গোপীগণের কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ৫।৪,৬ দ্রষ্টব্য)। সাধারণভাবে বলিতে গেলে অনায়াসলভ্য রতি সামান্যা, পত্নীপ্রেম সমঞ্জসা, এবং ভগবৎ-প্রেম সামর্থ্যা। এই সামান্যা প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমে পরিণত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রূপলাবণ্যজাত সাধারণ আসক্তির ক্রমিক অভিব্যক্তিতেই মহাভাব জন্মিয়া থাকে। কিরূপে যে তাহা সম্ভব হয়, চণ্ডীদাস সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, কাজেই আলোচ্য চারি পঙ্ক্তির বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী পঙ্ক্তি-নিচয়ের উপসংহারস্বরূপ।

সহজিয়া তন্ত্রে পরকীয়া রমণী লইয়া সাধনার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ লোকে এই প্রথা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে কি বলে না-বলে সে কথা বাদ দিয়া সহজিয়ারা এইরূপ সাধনার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই আলোচনার বিষয়। বিবর্ত্তবিলাসকার বলেন যে এইরূপ সাধনার দ্বারা রতি নির্ম্মল হয়, যথা—

রতিরূপ আত্মা তারে করহ শোধন।
বাণরূপ অগ্নি দিয়া করহ যাজন॥
তবে সংস্কার হইয়া হইবে নির্ম্মল।

রতিকে এইরূপ নির্ম্মল করিবার জন্য স্ত্রীলোকের সহবাসে সাধনা করিতে হয়। ইহাতে স্ত্রীলোক নিমিত্তমাত্র, উদ্দেশ্যসাধনের অবলম্ব্য, গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য পথিকের পথ চলার ন্যায়, যথা—

রাগ সাধনের এমনি রীত।
সে পথিজনার যেমতি চিত॥

উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলে রমণীর আর কোন প্রয়োজন নাই—

মধু আনি মধুমাছি চাক করে যবে।
নানান পুষ্পের মধু যোগ করি তবে॥
বহু পুষ্প হৈতে মধু করে আয়োজন।
সেই পুষ্পে পুনঃ তার কোন্ প্রয়োজন॥

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সামান্যা রতি অবলম্বন করিয়া সাধনার দ্বারা তাহাকে বিশেষ রতিতে পরিণত করা যায়, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্য। চণ্ডীদাস তাই প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলিয়াছেন যে সামান্যা রতিতে বিশেষ সাধিতে হয়। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলিয়াছেন যে সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে অর্থাৎ এইরূপ সাধনায় যদি সাধক কেবল বাহ্য রতি উপভোগেই মন দেয়, তাহা হইলে তাহার বিশেষ রতি সাধিবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, যথা—

যদি বাহ্য সুখে সদা মজ মোর মন।
তবে ত না পাবে ভাই, সে আনন্দ ধন॥

প্রেমানন্দলহরী।

অথবা—

দেহ রতি সম্বন্ধিয়ে পরশে প্রকৃতি॥
কোন জন্মে জন্মে তার নিস্তার না হয়।

আনন্দভৈরব।

এই কথাই চণ্ডীদাস দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে বলিয়াছেন। তৎপরে তৃতীয় ও চতুর্থ

পঙ্‌ক্তিতে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে সামান্যা রতি অবলম্বন করিয়াই বিশেষ রতি সাধিতে হইবে, পৃথক্ করিয়া নহে। ইহা যে কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যার ছলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সন্দেহের কোনই কারণ নাই, কারণ কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই এই সামান্যা হইতেই বিশেষের সাধনা করেন। রবিবাবু বলিয়াছেন—

রূপ সাগরে ডুব দিয়াছি
অরূপ রতন আশা করি।

সামান্য রূপ এই ভাবে বিশেষ রূপের সন্ধান বলিয়া দেয়। একটা সামান্য আতার পতন দৃষ্টে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানবের জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এইরূপ সামান্যা হইতেই বিশেষত্ব লাভ করে। ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা প্লেটোর বেঙ্কোয়েট নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৎপরে চণ্ডীদাস প্রশ্ন করিয়াছেন—

সামান্য রতিতে কি বীজ হয় ?
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ?
সামান্য রসকে কি বীজে যজে ?
কি বীজ প্রকারে বিশেষে মজে ?

ইহার উত্তরে বাশুলী দেবী বলিয়াছেন—

দ্বিতীয় আখরে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখরে সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥

এখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শব্দে দুই ও চারকে বুঝাইতেছে। সামান্য রতির বীজ দুইটী আখরে ব্যক্ত করা যায়, ইহা বৈধী। বৈধী রতি বা ভক্তির স্বরূপ এই—"মনে রাগ জন্মে নাই, অথচ শাস্ত্রশাসন মানিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বৈধী সাধনা" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১।২।৫)। "প্রেম না

জন্মা পর্য্যন্ত সাধক বৈধী ভক্তির অধিকারী, তখন শাস্ত্রশাসনই প্রেমোৎপত্তির অনুকূলে কার্য্য করে" (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ১।২।১৪৯)। চরিতামৃতে আছে—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥

মধ্যের দ্বাবিংশে।

কিন্তু এই বৈধী হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রেম ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, যথা—

সাধন প্রবর্ত্ত দেহে বৈধী অঙ্গ হয়।
কর্ম্মাদি থাকিতে ভক্তি অধিকারী নয় ॥

অমৃতরত্নাবলী।

এবং

নবধা সাধন ভক্তি এইরূপ হয়।
করিতে করিতে হয় প্রেমের উদয় ॥

প্রেমানন্দলহরী।

বাশুলীর উত্তরে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস সামান্য ও বিশেষ রতির বীজ বা মূল জানিতে চাহিয়াছিলেন। বাশুলী উত্তর করিলেন যে সামান্য বা প্রাথমিক (সাধারণ) রতিতে বৈধী সাধনাকেই মূল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা হইতেই বিশেষ রতি বা প্রেম জন্মিবে। সহজিয়া তন্ত্রের মতে রমণী লইয়া সাধনারও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে, তাহা মৎপ্রণীত "চৈতন্যপরবর্ত্তী সহজিয়া ধর্ম্ম" গ্রন্থের ৬৬–৭৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। এখানেও দেখা যায় যে বৈধী বা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী মত সামান্যা রতির সাধনা করিয়া বিশুদ্ধ বা বিশেষ রতির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব বাশুলী প্রথমতঃ বৈধী সাধনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা হইতেই বিশেষ রতি জন্মিতে পারে।

তৎপরে বাশুলী বলিয়াছেন যে চার অক্ষরে সামান্য রস। রত্নসারে আছে—

চারি অক্ষরে পরকীয়া জানিহ নিশ্চয়।

অতএব এই চারি অক্ষর হইল "পরকীয়া"। ইহাতে যে 'কিশোরা-কিশোরী' বশ হয়, তাহার কারণ—

ব্রজের মাধুর্য্য রস পরকীয়া হয়।

সহজিয়া তন্ত্রের মতে পরকীয়া রমণী ভিন্ন সাধনা হয় না। গোপীগণও পরকীয়া প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। নিত্যবৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও রাধা কিশোরা-কিশোরী, তাঁহারা পরকীয়া রসে ভরপূর। প্রাকৃত রতিজ যে পরকীয়া রস তাহাই সামান্য বলিয়া কথিত হয়—

প্রাকৃত রতি পরকীয়া:সামান্যা কহি যারে। রত্নসার।

অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় পরকীয়া প্রেমরস অবলম্বন করিয়া কিশোরা-কিশোরীর বিশুদ্ধ পরকীয়া আস্বাদন করিতে হইবে, ইহাই বাশুলীর উক্তি। চৈতন্যদেব প্রলাপ অবস্থায় এই ভাবেই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। গোস্বামিগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলী-কৌমুদী, গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেও মানবীয় প্রেমলীলার ছাঁচে ঢালিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে সামান্য পরকীয়া রসের আস্বাদন হইতে বিশেষ রসের আস্বাদন ভক্তগণ করিতে পারিবেন। সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্যও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ সীমাবদ্ধরূপে মন নিবদ্ধ করিয়া প্রেমের অঙ্কুর জন্মাইতে হইবে। তৎপরে সেই প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে হইবে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের যে উপাখ্যান জনসাধারণ-মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার মূলেও এই তত্ত্বই নিহিত আছে। বাশুলী দেবীর উত্তরেও ঠিক এই কথাই আমরা পাইতেছি।

৪

১ এ দেহে সে দেহে একই [১] রূপ।
তবে সে জানিবে রসের [২] কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
৫ সে [৩] বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে [৩]।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
১০ তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতির [৪] করণ কি ?
সাধহ সতত [৫] রজক-ঝি।
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটী দুয়ার [৬] তাহার পর॥
১৫ বীজে মিশাইয়া রামিনী যজ।
রসিক মণ্ডলে [৭] সতত [৭] ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে [৮] নরকে যাবে॥
বাশুলী কহিছে [৯]—'এই সে হয়'।
২০ চণ্ডীদাসে [১০] কহে [১১]—'অন্যথা নয়' [১২]॥

একুই, বিপু ২৮৮। [২] রসেরই, পসং।
সে বীজ ভজিয়া এ বীজ জজে, বিপু ২৮৮।
রতিতে, পসং। [৫] সদত, বিপু ২৮৮।
দ্বার, বিপু ২৮৮। [৭-৭] মণ্ডল সঙ্গেতে, বিপু ২৮৮
নারিবে, ঐ। [৯] কহিলে, ঐ।
চণ্ডীদাস, পসং। [১১] কয়, বিপু ২৮৮।
না হয়, পসং।

ব্যাখ্যা

১। তান্ত্রিক মতে ঃ—পরমাত্মা (তিনি যে নামেই কথিত হন না কেন) সৃষ্টিকার্য্যে প্রবুদ্ধ হইয়া নিজ দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তখন তাঁহার এক অংশে পুরুষ ও অপর অংশে প্রকৃতির উদ্ভব হইল, এই মত শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব শ্রেষ্ঠ যোগিগণ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা দর্শন করেন না, ইহাও তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছে।

"এ দেহে সে দেহে একই রূপ" ইহাও সেই ধরণের কথা। সহজিয়ারা এই পৌরাণিক তত্ত্ব নিজেদের গ্রন্থ-মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন ঃ—

একরূপ দুই হয় ভিন্ন দেহ নয়।
প্রকৃতি পুরুষ নাম বাহিরে দেখয় ॥
প্রেমানন্দলহরী।

বাহ্যেতে দেখয়ে মাত্র দেহে দুই রূপ।
অন্তরে মিলিত হয় আত্মা একরূপ ॥
রাধারসকারিকা।

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি রূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া ॥
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

চরিতামৃতেও আছে ঃ—

রসরাজ (কৃষ্ণ = পুরুষ) মহাভাব (রাধা = প্রকৃতি) দুই একরূপ।

মধ্যের অষ্টমে।

এই জাতীয় বিবৃতি পুরুষ-প্রকৃতি-ভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র, কিন্তু সহজিয়াদের প্রেমের সাধনায় এই মতবাদেরও একটা সার্থকতা আছে। রাগাত্মিকা পদে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

রমণ ও রমণী তারা দুইজন
কাঁচা পাকা দুটী থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে ॥ পদ নং ৮০৪।

অন্যত্র—

দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

পদ নং ৩৮৪।

কাজেই প্রেমের সাধনায় "আমি পুরুষ" ও "তুমি স্ত্রীলোক" এইরূপ ধারণা বিসর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা সহজমতে প্রকৃত রসিক হওয়া যায় না। রমণী লইয়া সাধনা এই উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং ইহার সিদ্ধিতেই তাহার পরিসমাপ্তি। তরণীরমণ-রচিত চণ্ডীদাসের সাধন-।বিষয়ক একখানা পুথি (নং ৩৪৩৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। তাহাতে রমণী লইয়া সাধনার যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ—

চারি মাস আগে তার চরণ সেবিয়া।
পদতলে শুতি রবে স্ব-ভাব লইয়া॥
পুন আর চারি মাস চরণ সেবিয়া।
বাম ভাগে শুতি রবে স্ব-ভাব লইয়া॥ ইত্যাদি।

এই যে চারি চারি মাস করিয়া সাধনার পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কেন্দ্রীভূত মূল সূত্রটী হইতেছে স্ব-ভাব গ্রহণ করা। এখানে স্ব-ভাব অর্থ স্বভাব নহে। পুরুষ-সাধক স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে অবস্থান করিবে সত্য, কিন্তু সে মনে করিবে যেন পুরুষের নিকটেই অবস্থান করিতেছে। স্ব-ভাব লইয়া অর্থাৎ সে নিজে পুরুষ বলিয়া অপরকে পুরুষবৎ জ্ঞানের সহিত। ইহাতে চিত্তচাঞ্চল্য নিবারিত হয়, এবং ইহাতেই প্রকৃত রসের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের হৃদয়ে কতকগুলি স্থায়ী ভাব আছে, তাহা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু বাহ্য উত্তেজনায় যখন তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন হৃদয়ে এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হয়, ইহাই রস। আনন্দই রসের প্রাণ। কাব্য পড়িয়া, অভিনয় বা সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি; সেই আনন্দের অধিষ্ঠান মনে,—শরীরে নহে। স্ত্রীলোক লইয়া সাধনায়ও এইরূপ মানসিক নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে "এ দেহে সে দেহে একই রূপ"

এই ধারণা করিতে হইবে, নতুবা স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান থাকিলে তাহাতে কামের উদ্রেক হইবেই, তাহার ফলে "খণ্ডরতির" উদয় হইবে, "অখণ্ড নির্ম্মল রস" উপভোগ করা যাইবে না।

একটী রাগাত্মিকা পদে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

সখি হে, রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মসলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পুরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়॥ ইত্যাদি।

পদ নং ৭৭৭।

এই জাতীয় অখণ্ড রতি শারীরিক সুখে হইতে পারে না। এইজন্য সাধনার প্রয়োজন হয়—

এই হেতু সাধনার হয় প্রয়োজন।
উন্মত্ত মনের বেগ করিতে ধারণ॥

রসরত্নসার।

সহজিয়ারা স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা করেন বলিয়া অপরাধী হইয়াছেন, এইরূপ যাহাদের ধারণা আছে তাহারা যেন উল্লিখিত পদগুলির বিষয় আলোচনা করেন। একটা ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে সেই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মতবাদ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। সহজ সাধনারও যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা পাঠে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন দর্শনের দিক্ দিয়া আলোচনা করা যাউক। তান্ত্রিক মতের সাধন-ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সমদর্শিতা যে ধর্ম্মজীবনের

প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। "সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য" ইহা শাস্ত্র-বাক্য। নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে আছে—

নিজ দেহ অন্য দেহ এক জ্ঞান যার।
ঈর্শা কর্শা ভেদাভেদ কেন হবে তার॥

অন্যত্র

তুমি শুদ্ধ বস্তুজ্ঞানে দেখিতেছ ভ্রম।
নতুবা সকলি হয় আত্মার এ ক্রম॥
কোথা কীট, কোথা ইট, কোথায় বা কাট।
মায়াবশে তুমি শুধু দেখ এ বিভ্রাট॥ ইত্যাদি।

রসরত্নসার।

শুধু জ্ঞানমার্গের সাধনাতেও এইরূপ সমদর্শিতা জন্মিলে মনে অটল আনন্দের উদ্ভব হইতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের ইহাই সার মর্ম্ম। সহজিয়া গ্রন্থেও তাহার প্রতিধ্বনি মিলিতেছে।

পং ৩—৬। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৭৬৫ ও ৭৬৬ সংখ্যক রাগাত্মিকা পদদ্বয় আলোচনা করিলেই এই চারি পংক্তির অর্থ পরিস্ফুট হইবে। ৭৬৫ সংখ্যক পদে আছে—

কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি ?
কি বীজ ভজিলে রসের গতি ?

এখানে রতি ও রস প্রত্যেকেরই বীজের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য পদটীর তৃতীয় পংক্তিতে আছে—"এ বীজে সে বীজে একতা হবে" অর্থাৎ রতি ও রসের বীজদ্বয় একত্র করিয়া সাধনা করিলে প্রেমের সন্ধান (৪র্থ পংক্তি দ্রষ্টব্য) পাওয়া যাইবে। এই বিষয়টী ৭৬৫ ও ৭৬৬ সংখ্যক পদদ্বয়ের আলোচনায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কামবীজ ক্লীং হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাক্ষরী গোপল মন্ত্র প্রভৃতির সমবায়ে যে তান্ত্রিক উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহার কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

ইহাই তান্ত্রিক মতের ব্যাখ্যা, কিন্তু সাধনার দার্শনিক তত্ত্বের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলেও বলা যাইতে পারে যে এখানে সামান্য রতিতে বিশেষ

সাধিতে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ একত্র করিয়া সাধনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সাধনার বিষয় ৭৬৫ ও ৭৬৬ সংখ্যক পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত পদদ্বয়ে আছে—

সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।

* * *

সামান্য বিশেষ একতা রতি। ইত্যাদি।

বিশেষ রতিতেই রসের অনুভূতি জন্মে। ইহাতে সাধক ভোক্তার পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া দ্রষ্টার পর্য্যায়ে আসীন হন। তাহাতেই প্রকৃত রস এবং বিশ্বব্যাপী প্রেমের উৎপত্তি হয়। এইজন্যই আলোচ্য পদটীর ৭ম ও ৮ম পংক্তিতে বলা হইয়াছে—

রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥

এই রতি ও রস একত্র করিয়া সাধনা করিবার পর্য্যায় দেখাইবার জন্য ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তিদ্বয়ে বলা হইয়াছে—

সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥

একখানা সহজিয়া গ্রন্থে আছে—

আগে পঞ্চনাম গ্রহণ করিয়া
শ্রদ্ধা বাড়ে অতিশয়।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে জ্ঞানাঞ্জন পেয়ে
অষ্টম আখর লয়॥

অন্যত্র

কামবীজ আগে গ্রহণ করি।
গাইত্রী মহিমা কহিতে নারি॥
দেহ হয় সাড়ে চব্বিশ লেখা।
কৃষ্ণ সহ যেন রাধিকে দেখা॥

সাধনমার্গে ইহাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা। এই ব্যবস্থার কথাই এখানে বিবৃত হইয়াছে।

পং ৯—১০। পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তিদ্বয়ে বলা হইয়াছে যে রতিতে রসেতে একত্র করিয়া সাধনা করিতে হইবে। সেই সাধনা কি প্রকার, তাহাই এখানে কথিত হইতেছে। বিশুদ্ধ রতির সহিত বিশুদ্ধ রস মিশাইতে হইবে। এখানে বিশুদ্ধ অর্থ বিকাররহিত (১৭শ পংক্তি দ্রষ্টব্য)। কিশোরা কিশোরী বলা হইয়াছে, কারণ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ সততই কিশোর বয়স্ক, বিশেষতঃ সহজিয়াদের প্রেমের সাধনায়—

কিশোর কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন ॥

কিশোর বয়সেই প্রেমের উৎপত্তি বলিয়া এই পরিকল্পনা।

পং ১১-১২। এখানে প্রথম পংক্তিতে জিজ্ঞাসা করা হইল যে বিশুদ্ধ রতির করণ কি? করণ অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে culture বলে, অর্থাৎ সাধনা। দ্বিতীয় পংক্তিতে ইহারই উত্তরে রজকিনীর সাধনা করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রে সাধনযোগ্যা স্ত্রীলোকের মধ্যে রজকিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সহজিয়ারা এই ধারণার জন্য তন্ত্রের নিকট ঋণী। এই সাধনার প্রণালী কি তাহাই পদের পরবর্ত্তী অংশে বিবৃত হইয়াছে।

পং ১৩-১৬। প্রথম দুই পংক্তি এই—

সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটী দুয়ার তাহার পর ॥

অর্থাৎ সাতাশীর উপরে রজকিনীর গৃহ, এবং ঐ গৃহের তিনটী দ্বার। পূর্ব্বোক্ত ৭৬৫ ও ৭৬৬ সংখ্যক পদদ্বয়েও আমরা ঠিক এইরূপ কথাই পাইয়াছি। তাহাতে আছে—

সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি?

এবং

তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিনজন নিত্যের কে ?

ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে প্রথম দুয়ারে মদরূপিণী বাশুলী; দ্বিতীয় দুয়ারে আসকরূপিণী রাধা, এবং তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্পরূপী শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। এই তিনকে একত্র করিয়া (অর্থাৎ একমাত্র নিত্যের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি-রূপে গ্রহণ করিয়া) সাতাশী অক্ষরের সহিত সাধনা করিতে হইবে। এই সাতাশী অক্ষর কি তাহা ইতিপূর্ব্বে ৭৬৬ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্নতার মধ্যে এই যে উক্ত পদে তিন দ্বার-সমন্বিত নিত্যের সাধনা বিহিত হইয়াছে, আর আলোচ্য পদটীতে নিত্যের স্থানে রজকিনীর সাধনার কথা বলা হইয়াছে। এখানে রজকিনীতে নিত্যের আরোপ করিয়া সাধনার ব্যবস্থা দেওয়া হইল। ইহাই আরোপ সাধনার প্রথা। আমাদের ১নং (অর্থাৎ পদাবলীর ৭৬৪ নং) পদে চণ্ডীদাসকে জপতপ ছাড়িয়া আরোপ সাধনা করিতে বলা হইয়াছিল। তৎপরে ৭৬৫ ও ৭৬৬ নম্বর পদদ্বয়ে স্বরূপের অর্থাৎ নিত্যের বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে,কারণ আরোপ সাধনা করিতে হইলে যাঁহাকে আরোপ করিতে হইবে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। এজন্য উক্ত পদদ্বয়ে নিত্যের অর্থাৎ স্বরূপের বিশেষত্ব বর্ণিত হওয়ার পরে, আলোচ্য এই ৪নং (পদাবলীর ৭৬৭ নং) পদে রজকিনীর উপর নিত্যের আরোপ করার কথা বলা হইল। ইহারই নাম স্বরূপে আরোপ—

স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।

৭৬৮ নং পদ।

অর্থাৎ এইরূপ আরোপ করিয়া সাধনা করিলে মদনমোহন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ আরোপ করার পরে রামী আর রজকিনী নহেন, তিনি তখন স্বরূপের স্বভাবে পরিণত হইয়াছেন। কাজেই বলা হইল যে স্বরূপের ন্যায় তাঁহারও তিনটী দ্বার, আর এই তিন দ্বার বা অভিব্যক্তি-সমন্বিত রামীকে এখন স্বরূপের প্রতিভূ মনে করিয়া ৩নং (৭৬৬ নং) পদোক্ত প্রথায় ৮৭ অক্ষরের সহিত উপাসনা করিতে হইবে।

এইরূপে উত্তরসাধিকা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়াই চণ্ডীদাস রামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥ ইত্যাদি।
৭৬৯ নং পদ।

অনেকে একমাত্র প্রেমের দিক্ দিয়াই এই জাতীয় পদগুলির ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রেমের উচ্ছ্বাসেরও একটা সীমা আছে, তাহাতে এ কথা বলা যায় না—

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী। ইত্যাদি।
৭৭০ নং পদ।

আরোপের পরে উত্তরসাধিকা স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা চলে। সাধারণ মূর্ত্তি-পূজার সহিত ইহার বিভিন্নতা এই যে মূর্ত্তি-পূজায় মাটীর প্রতিমার উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার নিকটে দেবতার স্তব পাঠ করা হয়, আর সহজিয়া আরোপ সাধনায় জীবিত মানুষের উপর স্বরূপত্ব আরোপ করিয়া তাহার উপাসনা করা হইয়া থাকে। আরোপ সাধনার এই নিয়ম জানা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত পদগুলির মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

শেষের দুই পংক্তিতে কামবীজের সহিত রামিনীকে যাজন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং যাহারা প্রকৃত রসিক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের সহযোগে এই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে। ইহা শৈব তান্ত্রিক মতের চক্রসাধনার অনুকরণ মাত্র।

পং ১৭-১৮। রতি বিশুদ্ধ না থাকিলে, অর্থাৎ তাহাতে বিকার উপস্থিত হইলে নরকে যাইতে হইবে।

অন্যত্র,—

ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
৭৭১ নং পদ।

অন্যান্য গ্রন্থে আছে—

অনিত্য প্রকৃতি সঙ্গে সর্ব্বধর্ম্ম যায়।
রসসার।

যদি বাহ্য সুখে সদা মজ মোর মন।
তবে ত না পাবে ভাই সে আনন্দ ধন॥
প্রেমানন্দলহরী।

স্ত্রীসঙ্গ করিলে নিজ আত্মহারা হবে।
আত্মা নষ্ট হৈলে জীব অধোগতি পাবে॥
বিবর্ত্তবিলাস।

দেহ রতি সম্বন্ধীয়ে পরশে প্রকৃতি॥
কোন জন্মে জন্মে তার নিস্তার না হয়।
ভোগ ভুঞ্জায় তারে যম মহাশয়॥
আনন্দভৈরব।

রাগের সন্ধান জানে কামী কি কখন।
মদনাবিষ্টে আত্ম হারায় তখন॥
রাগময়ীকণা।

ইহা আরোপ সাধনার বিধি ও নিষেধ। অন্যান্য ধর্ম্মেও এইরূপ বিধি-নিষেধ আছে। লোকে তাহা মানে না বলিয়া ধর্ম্মের দোষ হয় না, ইহা ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির দোষ। সেইরূপ সহজিয়া সাধনাতেও ব্যভিচার হয় বলিয়া সহজধর্ম্ম দায়ী নহে, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার জন্য ধর্ম্মকে দায়ী করা যুক্তি-বিগর্হিত। তবে কিনা এইরূপ স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা যে বিপদ-সঙ্কুল তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এজন্যই বলা হইয়াছে যে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা এক কোটী সাধকের মধ্যে একজনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে মাত্র।

৫

'স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গ্রাম্যদেব বাশুলীরে জিজ্ঞাস গে করজোড়ে'—
রামী কহে,—'শৃঙ্গার সাধন'॥
চণ্ডীদাস কর জোড়ে বাশুলীর পায় ধরে
মিনতি করিয়া পুছে বাণী—
'শুন মাতা ধর্ম্ম মতি, বাউল হইনু অতি,
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী?'
হাসিয়ে বাশুলী কয়— 'শুন চণ্ডীমহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি-ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান॥'
চণ্ডীদাস কহে—'মাতা, কহিলে সাধন-কথা
রামী-সত্য প্রাণ-প্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন-গুরু সেই রসের কল্পতরু
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥'

ব্যাখ্যা

পং ১-৪ :—৪নং পদে রজকিনীর উপর স্বরূপত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং ঐ উপাসনার কিছু বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আলোচ্য পদটীতে এইরূপ উপাসনার আরও কতকগুলি

বিশেষত্ব বর্ণিত হইতেছে। এই পদটী এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যেন চণ্ডীদাস শৃঙ্গার-সাধন-সম্বন্ধে রামীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে রামী বলিতেছেন যে, উত্তরসাধিকার প্রতি স্বরূপত্ব আরোপ করিয়া উপাসনা করিলে রসিকনাগর মদনমোহন প্রাপ্তি হয়। তৎপরে তিনি চণ্ডীদাসকে বাশুলীর নিকট করজোড়ে শৃঙ্গার-সাধন-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই পদটী রামী, বাশুলী ও চণ্ডীদাসের উত্তর-প্রত্যুত্তর লইয়া লিখিত।

স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ধর্ম্মালোচনায় স্বরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।২।৯ সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছ যে স্বরূপ দেহ মানব দেহের অন্তরতম কোষ, ইহা প্রাণময়, মুখ্য প্রাণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই মুখ্য প্রাণকে অবগত হইলে লোক সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় (এলাহাবাদ সং, ২৭ পৃঃ)। যোগদর্শনের শেষ সূত্রে আছে—"কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের স্বভাবে অবস্থানকেই মুক্তি বলে। অতএব দর্শনের দিক্ দিয়া "স্বরূপে আরোপ, ইত্যাদি" প্রথম দুই পংক্তির ব্যাখ্যা এই হয় যে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হইলেই মদনমোহন কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনায় ইহার অর্থ এই যে—উত্তরসাধিকায় স্বরূপত্ব আরোপ করিয়া ভজনা করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আবার নিছক প্রেমের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় সে স্বরূপ পর্য্যায়ভুক্ত লোকের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। চৈতন্যদাসের একটী পদে আছে—

স্বরূপ আকৃতি কেমন প্রকৃতি
কোন্ স্থানে তার স্থিতি।
স্বরূপ চিনিব তবে সে ভজিব
হয়ে তার অনুগতি॥
প্রেমে পুলকিত ভাবে বিভাবিত
ডগমগ দু'টি আখি।
রসের সাগরে সদাই সাঁতারে
রস লাগি ধক্‌ধকি॥

এই সব রস যাহাতে প্রকাশ
স্বরূপ তাহার দেহে।
তাহারে ভজিবে স্বরূপ পাইবে
শ্রীচৈতন্যদাস কহে॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে কোন লোককে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহার উপর স্বরূপত্ব আরোপ করিতে হইবে তাহার উক্ত প্রকার গুণ থাকা চাই। এই জাতীয় লোক স্বরূপদেহ-সম্পন্ন, তাহাদিগকে আরোপ করিলেই স্বরূপকে লাভ করা যায়, ইহাই উক্ত পদাংশের মর্ম্মার্থ।

রসিক নাগর মদনমোহন। সহজিয়াদের বৈষ্ণবসম্বন্ধ ইহাতে ধরা পড়ে। সাধনার চরম প্রাপ্তি যে কৃষ্ণ ইহা স্পষ্টভাবে এখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিম-সমন্বিত নহেন, তিনি রসিক নাগর এবং মদনমোহনরূপে পূর্ণ মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোথাও কৃষ্ণকে রসিক নাগর এবং মদনমোহন বলা হয় নাই। চৈতন্যদেবের শিক্ষার ফলে পূর্ণ মাধুর্য্যময় উপাসনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্মেই কৃষ্ণসম্বন্ধে এই দুইটী শব্দের প্রয়োগবাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এখন কৃষ্ণের নটবর বেশের ধারণাই বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়।

গ্রাম্যদেব। নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে অবস্থান করেন বলিয়া বাশুলীর প্রতি এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। এখানে গ্রাম্য শব্দটী একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আলোচ্য পদটীতেই আছে "আমি থাকি রসিক নগরে" এবং "সে গ্রামে দেবতা আমি" ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রসিকনগর নামক গ্রামের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সহজিয়ারা এইরূপ একটী আনন্দময় গ্রামের পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহা গোলোক বৈকুণ্ঠের ন্যায় তাঁহাদের চরম স্বর্গের স্থান অধিকার করিয়াছে। সহজিয়াদের এই পরিকল্পনা-সম্বন্ধে অমৃতরত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়—

বিরজা নদীর পার সেই দেশখান।
সহজপুর সদানন্দ নামে সেই গ্রাম॥
তাহার উত্তর দিকে আনন্দপুর গ্রাম।
রসিকরসের কৃষ্ণ মন্মথের ধাম॥
সদানন্দ সদা মগ্ন সদা অভিলাষ।
সহজ মানুষ তাহে সদা করে বাস॥

অন্যত্র—

সদানন্দগ্রাম সেই বাঁকা নদী পারে।
বাঁকা নদী বহে তার উত্তর দুয়ারে॥ ইত্যাদি।

সদানন্দগ্রাম নামে পরিচিত সহজপুর সহজিয়াদের চরম লক্ষ্য। এখানে রসিকশেখর কৃষ্ণ সর্ব্বদা বাস করেন। (এই স্থানের অন্যান্য বিশেষত্ব-সম্বন্ধে ১নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।) বাশুলী দেবী নিত্যাক্ষ কৃষ্ণের আনন্দরূপিণী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (২নং পদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অতএব বাশুলী এই সদানন্দগ্রামের নিত্য অধিবাসী বলিয়া তাঁহাকে গ্রাম্যদেব বলা হইয়াছে। নান্নুর বা অন্য কোন গ্রামের দেবী, এইরূপ পরিকল্পনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শৃঙ্গার সাধন। মধুর ভাবের উপাসনায় শৃঙ্গার রসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যপূর্ণ। চরিতামৃতে আছে—

সর্ব্বরস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।
আদির চতুর্থে।

অন্যত্র—

সকলের সার রস আদিভূত শৃঙ্গার রস। ইত্যাদি।
প্রেমানন্দলহরী।

চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে মাধুর্য্যভাবের উপাসনারই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই মাধুর্য্য আবার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণবগণ এই চারি ভাবের ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে ইহার কোন একটী ভাব অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। চরিতামৃতে আছে—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সভে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে॥
আদির চতুর্থে।

অন্যত্র—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥
মধ্যের দ্বিতীয়ে।

এইরূপে যদিও তাঁহারা এই চারি প্রকার রসই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাধান্য দিয়াছেন শৃঙ্গার রসের। সহজিয়ারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মধুর রসই অবলম্বন করিয়াছেন। রাগানুগভজন-দর্পণে আছে—

শ্রীরূপের অনুগত ভজনে যে হয় রত
স্থিতি তার কেবল মধুরে॥
মধুর উজ্জ্বল রস সদা শৃঙ্গারের বশ
ব্রজরাজনন্দন-বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তাতে মাধুর্য্য প্রভাবে মাতে
তাহার আশ্রয় ভক্তচয়॥

অর্থাৎ সহজ সাধনায় একমাত্র মধুর রসই অবলম্বনীয়, ইহাতে অন্য তিনটী রসের স্থান নাই, কারণ—

প্রেমরসের সাগর নায়িকা ভাবেতে।
রাগময়ীকণা।

এই মত অবলম্বন করিয়া সহজধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে সহজধর্ম্মের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। ইতিহাসের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাধান্য ছিল, চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে মাধুর্য্যভাবের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই মাধুর্য্যকে চারিভাগ করিয়া বৈষ্ণবগণ তাহার প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সহজিয়ারা একমাত্র মধুর রসের উপাসনাই অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে কি ভাবে সহজধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে তাহা এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতে

পারে। বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্ম যে চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বলা হয় যে চণ্ডীদাস রামীর সহিত সহজমতে প্রেম সাধনা করিতেন। চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একথা খাটে না।

পং ৫-৮। রামীর উপদেশ শুনিয়া চণ্ডীদাস মিনতি করিয়া বাশুলীকে বলিতেছেন যে তিনি সহজ সাধনার জন্য বাউল হইয়াছেন; এই সাধনা অবলম্বন করিয়া লোকের কিরূপে সুমতি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে এখন তিনি উপদেশ যাচ্ঞা করিতেছেন।

বাউল। সং বাতুল শব্দজাত। প্রেমের রাজ্যে বাউলদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছট্ ফট্
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥ ইত্যাদি।

পদ নং ৭৮০।

প্রেমের জন্য যাহাদের এইরূপ ব্যাকুলতা তাহারাই প্রেম সাধনার উপযুক্ত পাত্র। চণ্ডীদাসের হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইয়াছে, এই কথা বলিয়া তিনি সাধনা-সম্বন্ধে বাশুলীর উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন।

পং ৯-১৬। চণ্ডীদাসের প্রশ্ন শুনিয়া বাশুলী দেবী বলিতেছেন যে তিনি রসিকনগরে বাস করেন। তিনি যে সেই দেশের দেবতা তাহা রজকিনীও অবগত আছে, অতএব রামীর নিকটেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চণ্ডীদাসকে উপদেশ দেওয়া হইল। রামীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দেওয়ার কারণ এই যে রজকিনীও রসিকনগরের অধিবাসী; সে রসের ভাণ্ডারী, এবং তাহার প্রাণ রাধিকার ন্যায় প্রেমে ভরপূর। অতএব তাহার সঙ্গে দাসবৎ ব্যবহার করিয়া আরোপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

রসিকনগর। রসিকগণ সে নগরের অধিবাসী, অর্থাৎ প্রকৃত রসিক পর্য্যায়ভুক্ত লোকগণ সে ভাবরাজ্যে বাস করেন, সেই অপার্থিব দেশ। ইহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণই অপ্রাকৃত স্তরে, সাধকগণের সুকোমল মনোবৃত্তি লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। দার্শনিকগণ যেমন কল্পনাবলে বিবিধ স্বর্গ-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, সহজিয়াদেরও ইহা সেইরূপ পরিকল্পনা মাত্র। এই রসিকনগরের নাম তাঁহারা সহজপুর, সদানন্দগ্রাম রাখিয়াছেন, এবং পূর্ণানন্দের স্থান বলিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন (১নং পদব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সহজিয়ারা প্রেমের উপাসনা করেন বলিয়া তাঁহাদের পরিকল্পিত স্বর্গরাজ্যের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন।

সে গ্রামে দেবতা আমি। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে বাশুলী দেবী নিত্যদেবের আনন্দশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। রসের প্রাণ আনন্দ, অতএব বলা হইল যে বাশুলী রসিকনগরে বাস করেন। কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া যেমন রাধাকে মহাভাবস্বরূপিণী এবং সর্ব্ব কান্তাগণের শিরোমণি বলা হইয়াছে (চরিতামৃত, আদির চতুর্থে), সেইরূপ নিত্যদেবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বাশুলীকে রসিকনগরের দেবতা বলা হইয়াছে, কারণ তিনিই শ্রেষ্ঠ রসিকা, এবং সকল রসিকের শিরোমণি।

ইহা জানে রজকিনী। বাশুলী যে রসিক নগরের দেবতা ইহা রজকিনী জানে, এই কথা বলিবার কারণ কি? পুরুষ শারীরিক বলে বলীয়ান্, আর স্ত্রীলোক মানসিক বলে গরীয়সী। তাঁহারা স্বভাবতঃ যাবতীয় সুকুমার বৃত্তির অধিকারিণী, এই বিষয়ে পুরুষেরা কিছুতেই তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই জন্যই প্রেমের সাধনায় স্ত্রীলোককে গুরু করিবার প্রথা সহজধর্ম্মে চলিয়া আসিতেছে। বাশুলী এই স্থানে তাহারই আভাস দিয়াছেন। তিনি চণ্ডীদাসকে বলিতেছেন—"তুমি আমার তত্ত্ব জান না, কিন্তু রামী ইহা বিশেষরূপেই জানে, তুমি যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

সে দেশের রজকিনী ইত্যাদি। আরোপ সাধনায় যেকোন স্ত্রীলোক লইয়া যাজন করিলেই সফলকাম হওয়া যায় না। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে স্ত্রীলোকটী রসিকা কি না। একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

তেমতি নায়িকা　　　হইলে রসিকা
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়　　　স্বজাতি ধরায়
যেমন কাচপোকা করে॥

সহজ করণ রতি নিরূপণ
যেজন পরীক্ষা জানে।
সেইত রসিক হয় ব্যবসিক
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

পদ নং ৭৯৯।

এখানে বাশুলী বলিতেছেন যে সাধনযোগ্যা নায়িকা রসিকনগরের অধিবাসী অর্থাৎ রসিকা হইবে, এবং তাহার প্রাণ রাধার ন্যায় প্রেমে ভরপূর হইবে। এখানে রজকিনী শব্দটী নায়িকা অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তুমি ত রমণের গুরু ইত্যাদি। রম্ ধাতুজাত রমণ অর্থ আনন্দ উপভোগ করা। বাশুলী বলিতেছেন যে চণ্ডীদাস (সৎ ও চিতের অন্যতম) আনন্দ উপভোগ করিবার রীতিতে দক্ষ, আর রামীও অত্যধিক রসিকা স্ত্রীলোক; তাঁহার সহিত দাসবৎ ব্যবহার করিয়া চণ্ডীদাসকে আরোপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে বলা হইল। সাধনক্ষেত্রে নায়িকার অনুবর্ত্তী হওয়া সহজধর্ম্মের এক বিশেষত্ব। এইজন্যই দাস অভিমানের কথা এখানে বলা হইয়াছে। প্রকৃতির এই প্রাধান্যের কারণ ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

পং ১৭-২০। সাধন কথা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই পদটীতে আরোপ সাধনার তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মৈল। প্রেমের জন্য মরার একটু বিশেষত্ব আছে। "হৃদয়-যমুনায়" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দেও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে ॥
নাহি রাত্রি দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দেও
সলিল মাঝে।

প্রেমের জন্য এইরূপ আত্মহারা তন্ময়তার নাম মৃত্যু। কৃষ্ণপ্রেমেও রাধা এইভাবে মজিয়াছিলেন। একটী পদে আছে—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোমারি চরণখানি ॥

রাধা প্রেমের এইরূপ অভিব্যক্তি বৈষ্ণব পদাবলীর সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ইহাকেই বলে প্রেমের জন্য আত্মবলিদান করা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"তন্মরণমেবাস্যাবভৃথঃ" (৩।১৭।৫), অর্থাৎ মানসিক যজ্ঞে সাধকের মৃত্যুই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ সূচনা করে। ঠিক এইরূপ ভাবই সহজিয়া পদে পাওয়া যায়, যথা—

তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥

৭৮০ নং পদ।

অন্যত্র—

মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা।
নিতুই নূতন পীরিতি রতন
যতনে রাখিল তারা॥

৭৮৩ নং পদ

প্রেমের জন্য এইরূপ মৃত্যুই লোককে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এইরূপ মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এখানে প্রেম ও বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া এই মৃত্যুতত্ত্ব আলোচনা করা হইল। তান্ত্রিক মতানুযায়ী সাধনার ক্ষেত্রেও এইরূপ মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয়॥

৮০২ নং পদ।

ইহাও শারীরিক মৃত্যুবিশেষ। সাধকের এইরূপ মরণেই সিদ্ধিলাভ হয়, এইজন্যই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে তিনি রজকিনীর প্রেমে মরিলেন।

মন্তব্য। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাশুলী বড়ু চণ্ডীদাসকে কাব্য রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা ইহাই জানিতে পারি মাত্র। কিন্তু রাগাত্মিকা পদের বাশুলী দেবী প্রেম-সাধনার শিক্ষাগুরু। নামের সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই দেবী কার্য্যকারণে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বও এক নহে।

৬

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

৭

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়নের তারা ॥
তোমা বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যেদিন না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ও রূপ-মাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস ॥
ভেবে দেখি মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোবানী-চরণ সার ॥

ব্যাখ্যা

এই পদ দুইটী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ৬ষ্ঠ পদটী ৭ম পদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। ৬ষ্ঠ পদের ১ম-৩য় পংক্তি, ৭ম পদের ২য়-৪র্থ পংক্তির অনুরূপ। তৎপরে—

৬ষ্ঠের ৪র্থ পং	=	৭মের ১৩শ পং
„ ৫ম „	=	„ ১৬শ „
„ ৬ষ্ঠ „	=	„ ১১শ „
„ ৭ম „	=	„ ১৪শ „
„ ৮ম-৯ম „	=	„ ৬ষ্ঠ-৭ম „

কেবল ৬ষ্ঠ পদের ১০-১১শ পংক্তিদ্বয় নূতন রচনা করিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই ৭ম পদটীই পূর্ণ পদ, তাহা হইতে কয়েকটী পংক্তি মাত্র গ্রহণ করিয়া ৬ষ্ঠ পদটী গঠিত হইয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাটী যোগ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ও সহজিয়া ধর্ম্মের ক্রমিক অভিব্যক্তির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে প্রেমসাধনামূলক সহজধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। কাজেই আরোপ সাধনার এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে না। শুধু এখানে নহে, এই পদাবলীর মধ্যে যেখানেই আমরা বড়ু ভণিতার পদ পাইয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি যে ঐ সকল পদে এইরূপ নানাপ্রকার গলদ আছে। অতএব এখানে আমরা ৬ষ্ঠ পদটী পরিত্যাগ করিয়া ৭ম পদটীর ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। এই পদে চণ্ডীদাস রামীকে বলিতেছেন—"তোমার চরণে আমি শরণ লইলাম। তোমার রূপ রাধার ন্যায়, তাহাতে কামগন্ধ কিছুই নাই; ইহা না দেখিলে আমি অস্থির হই, দেখিলে প্রাণ শীতল হয়। তুমি আমার রমণী হইয়াও আমার নিকট মাতাপিতা, গায়ত্রী, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ইত্যাদির তুল্য।" এইভাবে চণ্ডীদাস রামিনীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছেন। নিজের রমণীকে কেহ এই সকল কথা বলিতে পারে না, তবে যে চণ্ডীদাস বলিতেছেন তাহার কারণ এই যে রামিনীর উপর দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, কাজেই এখন রামী আর রজকিনী নহেন, তিনি এখন আরোপিত দেবতার (রাধার)

প্রতিভূমাত্র। এই ভাব লইয়া চণ্ডীদাস সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার নাম মানুষ-পূজা। একটী পদে আছে—

হিঙ্গোল রাগের মানুষ-ভজন
হিঙ্গোল রাগের সেবা।
কিবা নরনারী গন্ধর্ব্ব কিন্নরী
কিবা দেবী আর দেবা॥
কিবা মৃগপাখী কিবা বৃক্ষঝাকে (?)
কিবা কীট জলচর।
হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হলে
হিঙ্গোল বরণ তার॥

পরিষদের পদাবলী, পরিশিষ্ট (খ), ১নং পদ।

মানুষ ত শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু পশুপক্ষীও হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হইলে হিঙ্গোল বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে রামীর নিকট এই সব স্তুতিপাঠ সাধারণ অবস্থায় হয় নাই, যখন আরোপিত হইয়া তিনি দৈবশক্তির প্রতিভূ হইলেন, তখনই তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশক এই প্রকার স্তুতিপাঠ করা হইয়াছে। লৌকিক পূজায় দেব মূর্ত্তির নিকট স্তব পাঠ করা হয়, আর এখানে মানুষের নিকট স্তব পাঠ করা হইয়াছে। এই জাতীয় পদের ইহাঁই বিশেষত্ব। এখানে আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে আরোপ সাধনায় সাধক স্ত্রীলোককে কি ভাবে দেখিবেন। সহজিয়া সাধনার এই বিশেষত্বটী এই পদে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এখানে রামী-রজকিনীর নাম লইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, রামীর নাম ব্যবহারের ইহাই সার্থকতা।

শীতল দেখিয়া। সহজ সাধনার বিশেষত্ব এই যে সহজ রতি শীতল হইবে। আর একটী পদে আছে—

তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ রতির গঠন
তখন দেখিতে পাবে॥

৮০২নং পদ।

এই যে মেঘ-বরণ অর্থাৎ শীতল রতি, ইহাই সহজিয়াদের অবলম্ব্য। কারণ রমণীর সান্নিধ্যে যদি উত্তেজনার ভাব মনে উদিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে

কামের উদ্রেক হয় মাত্র, প্রেম সাধনা হয় না। এজন্য সহজিয়ারা রতির তাপিত ভাব একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। আর একটী পদে আছে—

কাম দাবানল রতি সে শীতল, ইত্যাদি।

৭৭৯নং পদ।

অর্থাৎ উত্তেজনাই কামের লক্ষণ, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে, আর তৎ-পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ, শান্ত, শীতলতা-সমন্বিত যে রতি তাহাই অবলম্বন করিবে। এইরূপ ভাব লইয়া আরোপ সাধনা করিতে হয় বলিয়া চণ্ডীদাস রামীকে বলিতেছেন যে যেহেতু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার (চণ্ডীদাসের) মনে কোন প্রকার কামভাবের উদয় হয় না, অতএব তিনি তাঁহার শরণ লইলেন অর্থাৎ সাধনার জন্য তাঁহাকে অবলম্বন করিলেন। এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া নায়িকা মনোনীত করিয়া সহজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহাই বক্তব্য !

রজকিনী-রূপ ইত্যাদি। রজকিনীকে দেখিলে কেন শীতল রতির উদয় হয়, তাহা বলা হইতেছে। রজকিনীর রূপে রাধার অঙ্গের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, এইরূপ বোধ হওয়াতে তাহা কামগন্ধহীন বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতেছে। কোন দেবী প্রতিমা দেখিয়া যেমন সাধকের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, ইহা সেই ধরণের অনুভূতি। নায়িকা যখন সাধনার জন্য আরোপিত হইবেন, তখন সাধক ভাবিবেন যে তাঁহার অঙ্গে রাধার অঙ্গচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুধামৃত-কণিকা গ্রন্থে আছে—

কিশোরী-স্বরূপ-রূপ যেখানে দেখিবে।
সেরূপ নায়িকা-অঙ্গ নয়নে রাখিবে ॥

উচাটন ইত্যাদি। কামের বশীভূত হইতে হইবে না সত্য, কিন্তু সে জন্য নায়িকার প্রতি যে প্রাণের টান থাকিবে না তাহা নহে। যাহার প্রতি প্রেম জন্মে নাই তাহাকে লইয়া প্রেমের সাধনা করা চলে না, ইহা সহজ কথা। অতএব নায়িকার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকা দরকার। নায়িকাসাধন-টীকাতে আছে—

রূপে গুণে সমান যে, অদ্ভুত সে নারী ॥
ভাবদ্বারে হঠাৎকারে আসিয়া মিলিবে।
নয়নে লাগিয়া রূপ হৃদয়ে পশিবে ॥

হৃদয়ে পশিয়া মন করে আকর্ষণ।
তদুপরি করিবেক তাহার সাধন॥

কাজেই নায়িকার প্রতি আকর্ষণ থাকাও দরকার, কিন্তু তাহাতে যেন কামের উদ্রেক না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে।

তুমি রজকিনী ইত্যাদি। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—"রজকিনি, তুমি আমার নায়িকা হইলেও, এখন আরোপিত হইয়া দেবত্বের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব এখন তুমি এমন পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছে যে তোমাকে মাতা, পিতা, গায়ত্রী, সরস্বতী বা শিবানীও বলা যায়। এই নূতন অধিষ্ঠানে "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপীয়া আছয়ে যে জন" তুমি তাঁহার প্রতীক হইয়াছ, কাজেই বলা যাইতে পারে যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, পর্ব্বত প্রভৃতি তোমাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে।"

তোমা বিনে ইত্যাদি। এখানে প্রথমতঃ নায়িকার জন্য ব্যাকুলতা, তৎপরে তাঁহার দর্শনে স্নিগ্ধ ভাবের অনুভূতির বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশেও এই ধারাই চলিয়াছে, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই।

মন্তব্য। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ৭ নম্বরের পদটীতেই সুশৃঙ্খলার সহিত বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে। ৬ নম্বরের পদটী ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র, তাহার শেষ দুই পংক্তিতেই কিছু নূতনত্ব আছে। প্রেম নিকষিত হেমসদৃশ হইলে কামগন্ধহীন এবং বিকাররহিত হইবে, এই ভাবের শেষ দুই পংক্তি, "কামগন্ধ নাহি তায়" ইহার ব্যাখ্যা মাত্র।

৮

পুন আরবার আসি তরাতর
বাশুলী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিনী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিনী
এ কথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন-সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর॥
নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে ভাব রাত্রিদিনে
মম পদ সদা ভজ॥
ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি দিনে
সহজ পাইবে তবে॥
আর এক বাণী শুনহ রামিনী
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে॥

ব্যাখ্যা

ইহাও একটী আরোপ সাধনার পদ। এই সাধনায় পুরুষ যেরূপ স্ত্রীলোককে আরোপ করে, স্ত্রীলোকও সেইরূপ পুরুষকে আরোপ করিয়া থাকে, ইহাই প্রথা। ১ নম্বরের পদটীতে বাশুলী চণ্ডীদাসকে আরোপ সাধনার উপদেশ দিয়াছিলেন, আর এই পদটীতে রামীকে আরোপ সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল পদ-রচয়িতার কৌশল এই যে তিনি দণ্ডীদাস, রামী ও বাশুলী দেবীর নাম গ্রহণ করিয়া সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাস্তব ঘটনার সহিত যে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা পদগুলির উদ্দেশ্য দেখিলেই ধরা পড়ে।

আরোপ সাধনায় নায়িকার করণীয় কি তাহা এই পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর ১ নম্বরের পদটীতে নায়কের করণীয় কি তাহাই বলা হইয়াছে। অতএব এই দুই পদে যে ভাবের সামঞ্জস্য থাকিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাশুলী আসিয়া চণ্ডীদাসকে আরোপ সাধনা করিতে বলিতেছেন, এই ভাবে ১ নম্বরের পদটী আরম্ভ হইয়াছে, আর তিনিই রামিনীকে আরোপ সাধনার উপদেশ দিতেছেন, এই ভাবে আলোচ্য পদটী আরম্ভ হইয়াছে। বাশুলীর এইরূপ করার কারণ কি, তাহা ১ নম্বরের পদেই বলা হইয়াছে। তিনি নিত্যদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছেন। কাজেই নায়ককে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপ উপদেশ নায়িকাকে না দিলে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, এজন্যই আলোচ্য পদটীর অবতারণা।

পুন আর বার। একবার তিনি চণ্ডীদাসকে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন, এখন রামীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, এজন্যই পুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাশুলী জগতমাতা। এই বাশুলী নান্নুরের গ্রাম্য দেবতা নহেন, তিনি জগতের মাতৃস্বরূপিণী। নিত্যের আনন্দদায়িনী শক্তির প্রতিভূ বলিয়া তাঁহার এই আখ্যা সঙ্গত হইয়াছে। বসুমতী-সংস্করণ, ও পদরত্নাবলীতে "বাশুলী" স্থানে "রামিনী" পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। এই পদে রামিনী ছাত্রী এবং বাশুলী শিক্ষয়িত্রী। তিনি আসিয়াই রামীকে বলিতেছেন, এই পাঠই সঙ্গত।

"যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিনী", ইহার সহিত ১ নম্বর পদের "যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি" ইহা তুলনীয়।

আর— পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার।

ইহার সহিত ১ নম্বর পদের—

রতি পরকীয়া যাহারে কহয়ে
সেই সে আরোপ সার।

ইহা তুলনীয়। তৎপরে আলোচ্য পদটীতে রামীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি যেন চণ্ডীদাসকে আরোপ করেন, আর ১ নম্বরের পদে রামীকে আরোপ করিতে চণ্ডীদাসকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই আরোপের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। পরস্পরের এইরূপ আরোপেই সহজ সাধনায় সিদ্ধি-লাভ হয়।

পরকীয়া। বৈষ্ণবগণ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের পরকীয়া-বাদ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তাহাই অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের গোড়াটাই গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকসমাজে পরকীয়ার একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ আছে, নীতি ও সুরুচির দোহাই দিয়া অনেকেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা কিন্তু পরকীয়ার ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া পরমার্থতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ণিত একটী সহজিয়া পদের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকে বলে সামান্যকে বিশেষে পরিবর্ত্তিত করা। কি প্রণালীতে ইহা করা হইয়াছে পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে। এই বিষয় অতি সংক্ষেপে প্রথম পদের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। রমণী লইয়া সাধনার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও বর্ত্তমান ছিল। শৈব তন্ত্রের মতে চক্র-সাধনায় পরকীয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পরকীয়ার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইবে।

. রূপগোস্বামীকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রসশাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। তাহাতে পরকীয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্মবিধি উপেক্ষা করিয়া যে রমণী অনুরাগবশতঃ পরপুরুষে (যাহার সহিত শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয় নাই) আত্মসমর্পণ করেন তিনিই পরকীয়া। আবার পুরুষের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী স্বীকৃতা হয় নাই, এমন রমণীকে ভালবাসার নাম পরকীয়া প্রেম। এই সূত্রে রূপগোস্বামী স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন সে কেবল নামমাত্র ভালবাসিলেই

হইবে না, প্রাণদিয়া এমনভাবে ভালবাসিতে হইবে যেন সেই রমণীর প্রেম পুরুষের সর্ব্বস্ব হয় (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়কভেদ ও কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। অতএব বৈষ্ণবমতে পরকীয়া রমণী বা পুরুষের প্রধান অবলম্বনীয় প্রেম, একমাত্র প্রেমের জন্যই স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে পারে, অন্য কোন কারণে নহে।

তন্ত্রেও পরকীয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রেম সাধনার কথা কোথাও বলা হয় নাই। বৈষ্ণব পরকীয়া ও তান্ত্রিক পরকীয়ার ইহাই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের প্রধান কারণ এই যে উভয় সম্প্রদায়ের সাধনার উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকারের। তান্ত্রিকগণ পরকীয়া গ্রহণ করিয়া শক্তি সাধনা করেন; রমণীর সহবাসে বিবিধ বাহ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহারা অদ্ভুত শক্তি লাভের প্রয়াসী মাত্র। প্রেমের সাধনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়া পরকীয়া ব্যাপারে তাঁহারা প্রেমের কল্পনাও করেন নাই। বৈষ্ণবেরা প্রেমের সাধক, তাই প্রেমভিন্ন পরকীয়ার কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইহাই উভয় সম্প্রদায়ের আদর্শের বিভিন্নতার প্রধান কারণ।

অবলম্বনযোগ্যা রমণীর বর্ণনায় তন্ত্রে জাতি, বর্ণ, বয়স, বিবাহিতা, অবিবাহিতা প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু রাগের কথা বলা হয় নাই। বৈষ্ণবগণ এই সকল বাহ্য বিশেষত্বের দিকে ততটা দৃষ্টিপাত না করিয়া রাগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সহজিয়ারা আরও উদারভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। যাহাকে অবলম্বন করিলে চিত্ত স্থির হয় এমন রমণীকেই গ্রহণ করিবার বিধি তাঁহারা দিয়াছেন। ইহাতে জাতি, বর্ণ প্রভৃতি বাহ্য বিশেষত্বের বিচার করা হয় নাই—

যথা চিত্ত স্থির হয় তথা কর স্থিতি।

রসসারগ্রন্থ।

অন্যত্র—

কিশোরী-স্বরূপ-রূপ যেখানে দেখিবে।
সেরূপ নায়িকা-অঙ্গ নয়নে রাখিবে॥

সুধামৃতকণিকা।

অর্থাৎ, বয়স, বর্ণ ও প্রেমে নায়িকা কিশোরী তুল্যা হইবেন, আর জাতিতে হইবেন "সুজন," যেমন—

শুন গো সজনি আমার বাত।
পীরিতি করিবি সুজন সাত॥

অন্যত্র—

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায়।

৭৮৩ ও ৭৮৪ নং পদ।

আর শক্তিতে তিনি হইবেন সিংহিনীর ন্যায়—
রতিনিষ্ঠা নায়িকা সিংহতুল্যা গণি।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে ভাবরাজ্যের সাধনায় সহজিয়ারা বা জাতিবর্ণ-ঘটিত বিশেষত্ব অগ্রাহ্য করিয়া নায়ক-নায়িকার আভ্যন্তরীণ রূপগুণের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা পরকীয় আদর্শের উন্নতি-বিধান করিয়াছেন।

জাতিকুল বাছিয়া শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুযায়ী স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্যভাবে যে মিলন তাহাই সাধারণত লোক-সমাজে বিবাহ বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে স্বীকৃতা রমণীকে স্বকীয়া বলে। রূপগোস্বামী স্বকীয়ার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে কেবল বিবাহ হইলেই স্বকীয়া হয় না, কিন্তু বিবাহিতা পত্নীকে "পত্যুরাদেশতৎপরা" এবং "পাতিব্রত্যাদবিচলা" হইতে হইবে; অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অবিচলিত প্রেম এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা না জন্মিলে বিবাহিতা স্ত্রীও স্বকীয়ালক্ষণযুক্ত হয় না (উজ্জ্বলনীলমণি, কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ, ৩ দ্রষ্টব্য)। উক্ত গ্রন্থের টীকাতে জীবগোস্বামী লৌকিক বিবাহকে "বহিরঙ্গ প্রক্রিয়াত্বক ধর্ম্ম" বলিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্তরঙ্গ বিবাহ "রাগেনৈবার্পিতাত্মা" হইলে, তবে সংঘটিত হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অনুরাগকেই গোস্বামিগণ বিবাহের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। অতএব দাঁড়াইল এই যে অনুরাগহীন পতি-পত্নীর মিলন স্বকীয়াধর্ম্মানুমোদিত নহে, এবং অনুরাগ থাকিলে নায়কনায়িকার মিলনও স্বকীয়ালক্ষণাক্রান্ত হয়। এই অনুরাগের প্রধান লক্ষণই এমন একনিষ্ঠতা, যাহাতে পরস্পরের বন্ধন স্থায়ী হইতে পারে। এই স্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সহজিয়ারা প্রেমের প্রশস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকরা যে তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য নহে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় তাহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

এজন্য তাঁহাদের নায়কনায়িকার সম্বন্ধ ক্ষণিকের বা দুই-এক দিনের জন্য নহে, নায়কনায়িকা ইচ্ছানুরূপ নিত্য নূতন পরকীয়া গ্রহণ করিবে এইরূপ বিধিও তাঁহাদের শাস্ত্রে নাই। প্রণয় আমরণস্থায়ী হইবে ইহাই সহজিয়া মতের গোড়ার কথা। একটী পদে আছে—

সুজন পীরিতি পরাণ রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টোট ॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন-সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥

৭৮৪ নং পদ।

অন্যত্র—

সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি
শুনিতে বাড়ে যে আশ।

৭৮৩ নং পদ।

এবং এই পীরিতি মরণান্তস্থায়ী হইবে—

সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে।

৭৮৫ নং পদ।

স্থায়ী অনুরাগ ভিন্ন ইহা হয় না, তাই বলা হইয়াছে—

রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি দিনে
সহজ পাইবে তবে।

৭৭১ নং পদ।

অন্যত্র—

নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই।

৭৯৫ নং পদ।

শুধু তাহাই নহে, নায়কনায়িকার পীরিতি এমন গাঢ় হইবে যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহারা 'জীয়স্তে' মরিয়া যাইবে—

মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা।
নিতুই নূতন পীরিতি রতন
যতনে রাখিল তারা ॥

৭৮৩ নং পদ।

অন্যত্র—

নয়নে নয়নে থাকে দুইজনে
যেন জীয়ন্তে মরা ॥
৭৮১ নং পদ।

এই ভাবে যে সাধনা করিতে হয়, তাহাতে ভ্রষ্টাচারের স্থান নাই। ইহা হইতে সহজ পীরিতির প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। সহজিয়ারা নবরসিকের দল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক গোস্বামীর এক একটী প্রকৃতির সন্ধানও দিয়াছেন, কিন্তু এমন কথা তাঁহারা বলেন নাই যে এই সকল রসিকেরা নিত্য নূতন প্রকৃতি গ্রহণ করিতেন। এইরূপ আচার তাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, এবং প্রেম-সাধনার অন্তরায়-স্বরূপ।

তান্ত্রিকদিগের এই নিষ্ঠার প্রতি মোটেই দৃষ্টি নাই। প্রথমতঃ, তাঁহারা লৌকিক বিবাহ গর্হিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে ॥
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে।
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অর্থাৎ - লৌকিক বিবাহ গর্হিত, এইরূপে বিবাহিত স্ত্রীর সংসর্গে পুরুষ পাপী হয়, তাহাদের হস্তপ্রদত্ত অন্নজল দেবতারা গ্রহণ করেন না। এই ভাবে লৌকিক বিবাহকে অগ্রাহ্য করিয়া চক্রমধ্যে যে শৈববিবাহ হয় তাহাই প্রশস্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—

শৈববিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে।
চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ে জীবনাবধি ॥
ঐ

চক্রের নিয়মে যে বিবাহ তাহার স্থিতিকাল চক্রের স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত, অতএব তাহা পুনঃপুনঃ সংঘটিত হইতে পারে।

তন্ত্রের এই পরকীয়া বাদে অনুরাগের নাম মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে সহজিয়াদের পরকীয়ার ধারণা তন্ত্রের পরকীয়া হইতে এই বিষয়েও শ্রেষ্ঠস্থানীয়।

তান্ত্রিকগণ শক্তি-সাধনায় পঞ্চ মকার লইয়া সাধনা করেন, কিন্তু সহজিয়াদের প্রেমের সাধনায় এই সকল বালাই নাই। তান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি উগ্র প্রকৃতির, সহজিয়া ভজন শান্ত রসাত্মক। উভয় ধর্ম্মে পরকীয়ার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাদের সাধনার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, এবং প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের।

পরকীয়ার এরূপ নূতন ধারণা সহজিয়ারা কোথা হইতে পাইলেন? তান্ত্রিকদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করা হয় নাই, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে এই জাতীয় পরকীয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থ অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ হইতেই জ্ঞানমার্গীয় সাধনার কথা জানিতে পারা যায়, প্রেমমার্গীয় ভজনের নিদর্শন সেগুলিতে নাই বলিলেই চলে। তথাপি বৌদ্ধদের ঋণ আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম, যদি সহজিয়া গ্রন্থাদিতে বৌদ্ধ গ্রন্থাদির উল্লেখ থাকিত। সহজিয়ারা তান্ত্রিকদের নিকট হইতে যে ধার করিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, বৌদ্ধদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারও উল্লেখ করিতেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধগ্রন্থ বঙ্গদেশ হইতে সে ভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে বৌদ্ধ সহজিয়া কোন গ্রন্থের নাম সহজিয়ারা অবগত ছিলেন। আজ এত অনুসন্ধানের ফলেও আমরা তাহাদের সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানিতে পারিয়াছি। আবার ওদিকে দেখা যায় যে সহজিয়ারা রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামীদের গ্রন্থ, এবং চৈতন্যচরিতামৃতের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম গোস্বামীদের শিক্ষা-প্রসূত :

বিবর্ত্তয়ে ধর্ম্ম গোসাঞি স্বরূপ হইতে।
আসিয়া প্রকাশ হইল রসিক ভকতে॥

বিবর্ত্তবিলাস।

চৈতন্যতত্ত্বের রূপ সীমা রতিশূর।
রাগমতে প্রকাশিলা প্রেমতত্ত্বপুর॥

রসকদম্বকলিকা।

স্বরূপ, রূপ, আর রঘুনাথ দাস।
এ তিন প্রসাদে মাধুর্য্য জগতে প্রকাশ॥

রতিবিলাসপদ্ধতি।

শ্রীরূপ ব্রজলীলা করিল বিস্তার।
পরকীয়া মত তাহা করিল প্রচার ॥

বিপু—৫৫৯।

অন্যত্র—

কহিনু ব্রজের রস গৌরলীলা শুন।
শ্রীকবিরাজ গোসাঞি গ্রন্থে লিখে পুনঃ পুনঃ ॥

অমৃতরসাবলী।

সর্ব্বরসতত্ত্বসার গ্রন্থ মহাশূর।
কবিরাজ গোসাঞি ইথে আশয় প্রচুর ॥

রসতত্ত্বসার।

জয় শ্রীকবিরাজ ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
তোমার করুণা বলে করিয়ে প্রকাশ ॥

অমৃতরত্নাবলী।

এই জাতীয় উল্লেখ সহজিয়া গ্রন্থে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এমন সহজিয়া গ্রন্থ অতি কমই আছে যাহাতে চরিতামৃতের কথা উল্লিখিত হয় নাই, অথবা গোস্বামীদিগকে গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত যে সহজিয়ারা পরকীয়ার ধারণা বৈষ্ণবদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণই সর্ব্বপ্রথমে পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা-বিচারে চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ (সাহিত্যদর্পণ, ৯৬, ১০৮-১১০; শৃঙ্গারতিলক, ১।৪৬, ৮৭; কাব্যালঙ্কার ১২।১৬, ৩০; রতিরহস্য, ১।২৭; সাহিত্যসার, ১০।২; প্রভৃতি) পরকীয়ার উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্তভাবে। পরকীয়াকে রসাভাস বলিয়া রসপর্য্যায়ে স্থান দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কেবলমাত্র ভারতের আদি রসিক ভরতমুনি পরকীয়াজাতীয় প্রেমকে মন্মথসম্বন্ধীয় পরমা রতি বলিয়াছিলেন; রূপগোস্বামী তাহাই অবলম্বন করিয়া পরকীয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে মূলতঃ পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেই সময় হইতে পরকীয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রের রসপর্য্যায়ে স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে। চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

এই একটী মাত্র শ্লোকে বৈষ্ণব দর্শন ও পরকীয়ার গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে একমাত্র ব্রজধামেই পরকীয়া চর্চ্চা করা যায়, অন্যত্র নহে। বাইবেলে আছে যে, ভগবান্ নিজমূর্ত্তির অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার অর্থ ইহা নহে যে মানুষের বা চেহারা ভগবানের ন্যায়। যে সকল গুণে ভগবানের ভগবান্ত্ব, সেই সকল গুণের অধিকারী করিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ইহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ।

সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এই যে পরকীয়া ভাবে অত্যন্ত রসের উন্মেষ হয়, এবং ইহার মূল ব্রজভাবের সাধনার মধ্যে নিহিত আছে, অন্যত্র নহে। এখন এই ব্রজভাবের সাধনা কি? এই সম্বন্ধে আমরা ১নং পদের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। ইহা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভাবাত্মক উপাসনার ক্রমনির্দ্দেশ মাত্র। কৃষ্ণে ভগবান্ত্ব আরোপ করিয়া যে সাধনা তাহাই ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক। তাহাতে ভগবান্‌কে নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় ভালবাসা যায় না বলিয়া প্রেমোপাসক বৈষ্ণবগণ ইহা সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণের ব্রজলীলাই শ্রেষ্ঠতর। ব্রজধামে কেহ তাঁহাকে পুত্রের ন্যায়, কেহ সখার ন্যায়, কেহ বা পতির ন্যায় ভালবাসিয়াছিল। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে যতটা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল, অন্য কেহ সেরূপ পারে নাই। কাজেই এই উপাসনা প্রকৃত মাধুর্য্যভাবাত্মক বলিয়া বৈষ্ণবগণ ইহাকেই শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে ইহার চারিটী ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে মধুরই যে শ্রেষ্ঠতম তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

সর্ব্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

চরিতামৃত, আদির চতুর্থে।

এই মধুর আবার স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পরকীয়াতে রসের অধিক উন্মেষ হয় বলিয়া ইহাই শ্রেষ্ঠতর। এই কথা বলিতে যাইয়াই কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পরকীয়ার বীজ মাধুর্য্য ভাবের (অর্থাৎ ব্রজলীলামূলক) উপাসনার মধ্যে নিহিত আছে। এজন্যই বলা হইয়াছে যে অন্যত্র অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ভাবের উপাসনায় খাঁটি পরকীয়া ভাব থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনা ভাগবতে আছে, কিন্তু তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়। রাসেও এক কৃষ্ণ শত কৃষ্ণ হইয়া, এবং মায়াপ্রভাবে গোপদিগকে ভুলাইয়া

নিজের ঐশ্বর্য্য ভাবের অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, কাজেই তাহা পূর্ণ মাধুর্য্যময় হয় নাই। এজন্য বলা হইল যে একমাত্র পূর্ণ মাধুর্য্যের মধ্যেই খাঁটি পরকীয়া ভাব আছে, অন্যত্র নহে।

এই শিক্ষা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান নূতনত্ব। ভগবদ্-প্রীতি ইহার পূর্ব্বে কেহ এমন ভাবে বর্ণনা করেন নাই। ভাগবতে ছিল ভক্তিবাদ, অর্থাৎ ঈশ্বরে মানুষে ভালবাসা; আর চৈতন্যদেব তাহার স্থানে আনিলেন প্রেমবাদ, অর্থাৎ ঈশ্বরকে মনুষ্য পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়া মানুষে মানুষে ভালবাসা। ভক্তিস্থানে প্রেমের প্রচার তিনিই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কাজেই ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রেমমার্গীয় পরকীয়ার প্রচার এই সময় হইতে আরম্ভ হয়, ইহার পূর্ব্বে ছিল না।

সাধারণতঃ লোকে পরকীয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। কিন্তু পরকীয়া যে রসশ্রেষ্ঠ তাহা ভাবুক, কবি, ভক্ত প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার নাম উল্লেখ করিয়া আমরা পরকীয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, কিন্তু পার্থিব নামগুলি, যেমন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, চণ্ডীদাস-রামী প্রভৃতি সংজ্ঞা মাত্র, যাহার সাহায্যে প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়া থাকে। তৎপরিবর্ত্তে রাধাকৃষ্ণ, কিংবা ভক্ত ও ভগবান্ নাম গ্রহণ করিয়াও সেই প্রেমলীলাই বর্ণনা করা যাইতে পারে। আসল উদ্দেশ্য হইল নানাদিক্ দিয়া প্রেমের বিভিন্নরূপ প্রদর্শন করা, তাহা যে নাম গ্রহণ করিয়াই করা যাউক না কেন, তত্ত্বের হিসাবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এখানে আমরা তত্ত্বালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রেমের প্রধান অবস্থা দুইটী—মিলন ও বিরহ।

সহজিয়ারা ইহাদিগকে মিলা ও অমিলা নামে অভিহিত করিয়াছেন—

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥

পদ নং ৮০০।

অন্যত্র—

মিলা উগাইতে ফল হৈল সম্ভোগ।
অমিলা উগাইতে ফল হৈল বিপ্রলম্ভ॥

উজ্জ্বলকারিকা।

রসশাস্ত্রে এই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ পর্য্যায়ে প্রেমের বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিলা ক্ষণস্থায়ী মাত্র, কারণ প্রেমের অধিকাংশ সময়ই বিরহে কাটিয়া যায়। একটী পদে আছে—

সে দুই কখন তিন সদাক্ষণ
তাহে চণ্ডীদাস ভাসে।

পদ নং ৮২২।

চণ্ডীদাস তিন অর্থাৎ অমিলা বা বিরহে সর্ব্বদা নিমজ্জিত রহিয়াছেন; এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে বিরহই প্রকৃতপক্ষে অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ, কারণ সম্ভোগে প্রেমিক একমাত্র তাহার প্রিয়তমাকেই উপভোগ করে, কিন্তু বিরহে তাহাকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া উপভোগ করিয়া থাকে—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈবৈকা ত্রিভুবনং তন্ময়ং বিরহং॥

আবার মিলনে আবেগ প্রশমিত হয়, কিন্তু বিরহ তাহা বর্দ্ধিত করে। এজন্য অনুভূতির হিসাবে বিরহ অধিকতর মাধুর্য্যময় বলিয়া প্রেমলীলায় ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই হেতুই বলা হইয়াছে যে "আনন্দ অমিলা বিচ্ছেদ" অর্থাৎ বিচ্ছেদেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত আছে। আবার ইহাও সত্য যে সম্ভোগে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা হ্রাস পায়, ক্রমে তাহাতে অরুচি ও অবসাদ জন্মিয়া থাকে। পুনরায় বিরহের দ্বারা প্রেম না ঝালাইলে তাহা আর উপভোগযোগ্য হয় না, অর্থাৎ স্বকীয়াকে পরকীয়ায় পরিণত না করিতে পারিলে প্রকৃত রস আস্বাদন করা যায় না। এজন্যই সহজিয়ারা স্বকীয়া ভাবকে সর্ব্বদাই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পরকীয়া রাগ অতি রসের উল্লাস।
স্বকীয়াতে রাগ নাই, কেবল আভাস॥

রসরত্নসার।

অন্যত্র—

পরকীয়া রসে হয় রসের উল্লাস।
স্বকীয়া যে স্বল্প তাহা জানিহ নির্য্যাস॥

সুধামৃতকণিকা।

সম্ভোগে যে অনুরাগ কমিয়া যায় ইহাও তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন—

প্রণয় করহ তাকে সঙ্গে না রাখিবে।
এই মোর মিনতি প্রণতি যে শুনিবে॥
সঙ্গেতে রাখিলে হবে অনুরাগহীন।
পরকীয়া বহুদূরে, স্বকীয়া অধীন॥

বিবর্ত্তবিলাস।

এজন্য রসের রাজ্যে স্বকীয়ার স্থান নাই। সর্ব্বদা পরকীয়া ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিবার জন্য স্বকীয়া বা সম্ভোগ হইতে দূরে থাকিতে হয়। সহজিয়াদের ব্যবস্থা এই যে—

পীরিতি যা সনে আদরে সে ধনে
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ বাঁটিয়া দেওবি
বাহিরে বাসিবি পর॥

পদ নং ৭৯৭।

অর্থাৎ পীরিতি কর, কিন্তু সম্ভোগ হইতে দূরে থাকিও। ইহারই নাম—

হইবি সতী না হবি অসতী
না হইবি কাহার বশ।

অন্যত্র—

সে কেমন যুবতী কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি যার।
হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
ভবনদী হয় পার॥

পদ নং ৮০৪

কেবল মনে মনে পীরিতি করিবে, জলে ভিজিও না—

কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
সম সুখ দুঃখ ক্লেশ॥

পদ নং ৭৯৭।

অথবা—

হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ি ॥

পদ নং ৭৯৭।

প্রেমের রাজ্যে বাহ্য কুলের গরব নাই। যাহার প্রেম স্থির আছে সেই কুলবতী সে প্রেমের হানিকর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করে না—

যে জন যুবতী কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি যার।
হৃদয়-মাঝারে নায়কে লুকায়ে
ভবনদী হয় পার ॥

পদ নং ৭৯৮।

ইহার ব্যতিক্রম হইলেই ব্যভিচারী হইতে হয়। সহজ সাধনার এই সকল গূঢ়তত্ত্ব রাগাত্মিকা পদগুলিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বের হিসাবে ইহা খাঁটি সত্য, কেবল ইহাতে বলিবার ভঙ্গীর অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। রামী বা নায়িকার পরিবর্ত্তে এই সকল উপদেশগুলি কবি, ভাবুক, বা সাধককেও দেওয়া যাইতে পারে। আর ইহাও সত্য যে ইহারা প্রত্যেকেই পরকীয়া রসের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-দেবের হৃদয়ের ভাবটা বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে, যখন তিনি বিরহীর ন্যায় হা-হুতাশ করিয়াছেন, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতায় তাঁহার অশ্রুর স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। রাধিকার ন্যায় বিরহানলে সতত দগ্ধ হইয়া তিনি যে পাগলপারা হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। চণ্ডীদাসও কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ পদগুলি বংশীখণ্ডে ও রাধাবিরহে স্থান লাভ করিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ ও আক্ষেপ-অনুরাগের পদগুলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ এই যে মিলন মূক, আর বিরহ মুখর। মিলনের ভাষা নাই, থাকিলেও তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, আর বিরহ হৃদয়কে মন্থন করিয়া অমৃতের ধারা প্রবাহিত করে। এই জন্যই কবিদের বিরহ-বর্ণনায় ভাব ও ভাষার অভাব হয় না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কবির ভাষা ও ভক্তের উক্তিতে সর্ব্বত্রই এই পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

নিত্যধাম। সহজিয়া মতে যে ধামে নিত্যদেব বাস করেন। তিনিই রামীকে সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই নিত্যধামে যে বাশুলীও থাকেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন বলা হইল যে সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে সাধকেরাও সেই নিত্যধামে গমন করিতে পারেন। অমৃত-রত্নাবলীতে জানা যায় যে এই নিত্যধামের অপর নাম সদানন্দগ্রাম, এবং তাহা থাকে সাধকের হৃদয়ের ভিতরে। নিত্যবস্তুই যে ধাম তাহাই নিত্যধাম।

সেই মানুষের হয় সদানন্দগ্রাম।
নিত্যের মানুষ সেই নিত্যবস্তুধাম॥

এবং

সদানন্দ দেশ হয় হৃদয় ভিতরে।

অমৃতরত্নাবলী।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই নিত্যধাম সম্পূর্ণই ভাবরাজ্যের বস্তু। নিত্যানন্দে মন পূর্ণ হইলেই ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

নেত্রে বেদ দিয়া, ইত্যাদি। সাধারণ সহজিয়ারা হয়ত ইহার অর্থ করিবে যে, অরবিন্দ ও বজ্রের সংযোগে ভজনা করা। যাঁহারা সহজিয়া ধর্ম্মকে ঘোর তান্ত্রিক সাধনায় পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই এই মতের মূল্য আছে।

আলোচ্য পদটীর সহিত ১ নম্বরের পদটীর যে অনেকাংশে মিল আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত পদেও ঠিক এই জাতীয় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আছে—

বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যজিতে
সহজের এই রীতি॥ ইত্যাদি।

আর আলোচ্য পদটীতে নেত্র ও বেদের কথা বলা হইয়াছে। নেত্র=৩, আর বেদ=৪; ইহাদের সমষ্টিতে পাওয়া যায় ৭। এখন এই সাতে কি বুঝায় তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাত উপাদানে দেহ গঠিত হয় (ভাগবত, ১০।২।২১)। অতএব বলা

হইল 'নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিব' অর্থাৎ দেহ দিয়া সর্ব্বদা ভজনা করিবে। অন্য একটী রাগাত্মিকা পদে আছে—

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পীরিতি বলিব তারে॥

পদ নং ৭৮৫।

অন্যত্র—

ভজনের মূল এই নরবপু্ দেহ।

অমৃতরসাবলী।

দেহের সাধন হয় সর্ব্বতত্ত্ব সার।

নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী।

এই দেহের ভজনের অপর নাম কায়িক ভজন। মানসিক ভজন পর্য্যায়ে ইহা পড়ে না। রত্নসারে আছে—

কায়িক ভজন হয় আনুকূল্য সেবা।
নিজাঙ্গ সঁপিলে বস্তু আবর্ত্তয়ে যেবা॥

১ নম্বর পদে বসুতে গ্রহেতে একত্র করিয়া ভজনের উপদেশে চৈতন্যকে ভজনা করিতে বলা হইয়াছিল। আর এই পদে রামীকে বলা হইল যে সাধনার অনুকূল ভাবে নিজ দেহ সমর্পণ করিয়া সে যেন চণ্ডীদাসের সহজ জ্ঞান লাভের সহায় হয়। সাধনায় উত্তর সাধিকার ইহাই কার্য্য।

সমুদ্র ছাড়িয়া ইত্যাদি। এই নরকে যাইবার ব্যবস্থা রাগাত্মিকা পদের বহুস্থানে পাওয়া যায়। আলোচ্য পদটীতে ইহার পরেই আছে—

ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।

(এই জাতীয় অন্যান্য উল্লেখ ১ নম্বর পদ-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ব্যভিচারী হইলে, অর্থাৎ দেহরতি সম্বন্ধীয় কামের আচরণ করিলে, নরকে যাইতে হয়। এখানেও যে সেইরূপ কথাই বলা হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া গেল। এখানে সমুদ্র শব্দটীতে রসসমুদ্র বুঝাইতেছে। ৭৬৬ নং পদে (আমাদের ব্যাখ্যাত ৩ নং পদ) সহজ সাধনার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "এ রস সমুদ্র বেদান্ত পার।" কাজেই

এখানে বলা হইল যে এই ভজনে রসের দিকে না যাইয়া যদি দেহরতির সম্পর্ক ঘটাও, তাহা হইলে সহজ ভজন হইবে না, নরকে যাইতে হইবে। অর্থাৎ—

বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিবে, নরকে যাবে ॥

৭৬৭ নং পদ।

এই সাধনা যে কত কঠোর তাহা এখানে বুঝা যাইতেছে। দেহ দিয়া ভজনা করিতে হইবে, অথচ দেহরতির সম্পর্ক হইবে না! এজন্যই বলা হইয়াছে যে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ "কোটিতে গুটিক হয়।"

আর তিন দিয়া ইত্যাদি। এখানে আর শব্দটীর প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"নেত্রে বেদ দিয়া ইত্যাদি।" তাহা হইতে যে এই "তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া" বিভিন্ন তাহা বুঝাইবার জন্য "আর" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অর্থাৎ ওখানে নেত্রবেদ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে নেত্রবেদ সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ৭৬৬ নং পদে আছে—

তিনটী আখরে রতিকে যজি।

এবং

চতুর্থ আখরে সামান্য রস।

অতএব দাঁড়াইল এই যে তিনটী আখরের উপাস্য রতির সহিত চারটী আখর দ্বারা ব্যক্ত পরকীয়া রসের সংযোগ করিয়া ভজনা কর। ৭৬৭ নং পদেও আছে—

রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥

কাজেই দেখা যাইতেছে যে উক্ত পদদ্বয়ের কথাই ভিন্নভাবে এখানে বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এই উপদেশ একবার চণ্ডীদাসকে দেওয়া হইয়াছিল, এখন আবার রামীকে দেওয়া হইতেছে, কারণ সহজ সাধনায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিবে, ইহাই রীতি, যথা—

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।

পদ নং ৮১১।

মম পদ সদা ভজ। অর্থাৎ এই সাধনায় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে বাশুলীর পদ বা আনন্দকেই সাধক ভজনা করিবে। নিত্যানন্দে মগ্ন হওয়াই এই সাধনার প্রকৃতি।

পরবর্ত্তী পদাংশের ভাব ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে আর কোন নূতনত্ব নাই। কেবলমাত্র "আর এক বাণী শুনহ রামিণী" ইত্যাদিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গুহ্য সাধনা বলিয়া ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এইরূপ নিষেধ তন্ত্রের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, যথা—

এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।

নিরুত্তরতন্ত্র।

অন্যত্র—

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥ ইত্যাদি।

গীতাতেও (১৮।৬৭) উক্ত হইয়াছে—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, অভক্ত এবং পরিচর্য্যাবিহীন লোকদিগের নিকট ইহা (এই গীতা শাস্ত্র) কদাচ বলিও না।

চরিতামৃতেও আছে—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।

এবং

বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়।

অন্যত্র—

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।

আদির চতুর্থে।

কাজেই পাঠকগণ সাবধান, দেখিবেন যেন উষ্ট্রের পর্য্যায়ে পড়িতে না হয়।

মন্তব্য

সাহিত্যপরিষদের পদাবলীতে প্রায় ৬০টী রাগাত্মিকা পদ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮টী মাত্র পদের ব্যাখ্যা এখানে করা হইল। সহজধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম জানিতে হইলে এই পদগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ এই পদগুলির মধ্যে সহজ ধর্ম্মের যাবতীয় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল চণ্ডীদাস ও রামীর নাম গ্রহণ করিয়া সহজতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা, পদগুলি যে বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত এমন ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই। পদগুলির ব্যাখ্যা হইতে নিম্নলিখিত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—

১। বর্ত্তমান সহজধর্ম্ম চৈতন্যপরবর্ত্তী যুগে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। বড়ু চণ্ডীদাস ও রামী সহজধর্ম্ম আচরণ করিতেন, এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য নিহিত নাই। কারণ প্রেমমার্গীয় সহজধর্ম্ম চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী যুগে উৎপন্ন হইতেই পারে না। নবরসিকের দলের সৃষ্টি তান্ত্রিক সহজীয়ারা করিয়াছেন।

৩। সহজিয়াদের বাশুলী আর নান্নুরের বাশুলী এক দেবী নহেন।

৪। সহজধর্ম্মে যেমন একটা তান্ত্রিক সাধনার দিক্ আছে, তেমনই তাহাতে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের দিক্টাও সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কোন ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে সেই ধর্ম্মের উজ্জ্বল দিক্টাই দেখিতে হয়।

পরবর্ত্তী আলোচনায় এই বিষয়গুলি আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।